Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইসারা আফরিন শিউলি

রোলঃ 23090120004

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাইসারা আফরিন শিউলি

রোলঃ 23090120004

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাইসারা আফরিন শিউলি, আইডিঃ 23090120004 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Maisara Afrin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মাইসারা আফরিন শিউলি

আইডিঃ 23090120004

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ :..5

ভূমিকা :...5

ইলমের পরিচয় :..6

ইলমের প্রকার :...7

ইলম অর্জনের আবশ্যকতা: 8

ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :..9

ইলমের মাহাত্ম্য :...11

মুমিনের ইলম এর প্রয়োজনীয়তা :...12

কুরআনে ইলমের ফযীলত :...13

হাদিসে ইলম অন্বেষণের গুরুত্ব :...16

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ইলম :...19

দ্বীনি ইলম অন্বেষণে সাহাবাদের ভূমিকা:...33

নারী সাহাবাদের ইলমের প্রতি আগ্রহ:...34

ইলম অর্জনের পদ্ধতি: 40

তালেবে ইলমের পথনির্দেশনা:...43

ইলম সম্পর্কে কিছু নসিহা:..47

ইলম শূন্যতার ভয়াবহতা:...49

ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ:..52

ইলমের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার উপায়:...56

অক্ষত ও অনন্ত সুফল: 57

গবেষণার উৎস: 58

উপসংহার :...59

সারসংক্ষেপ :

এই গবেষণায় ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের ইন্টারনেট প্রযুক্তির সমাহারে মানব জাতি ইলমের স্বাদ ও তার বাস্তবায়ন বেমালুম ভুলে গেছে। অথচ, মহাম রব্বুল আলামীন এই ইলমের মাধ্যমেই মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ত্ব দান করেছেন। এতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইলম, অর্থাৎ দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইলম কত প্রকার,কতটুকু ইলম অর্জন করা ফরজ, অর্জনের পদ্ধতি,ইলম থেকে বিচ্যুত হওয়ার কারণ,ইলমের মর্যাদা ও সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার উপায় এসব বিষয়গুলো উপস্থাপন করার এ অধমের সামান্য চেষ্টা। গবেষনায় দেখা যায়, ইলমের মাহাত্ম্য ও তা অর্জনের আগ্রহ নতুন প্রজন্মের মাঝে হ্রাস পাচ্ছে যা পরবর্তী প্রজন্মের চিন্তা, চেতনা ও নৈতিকতার বিরাট অংশ বিলুপ্ত হওয়ার পথে। দ্বীনি ইলম অর্জন ও তা আমলে রূপান্তরের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামের ভিতকে সক্রিয় রাখার এক প্রনান্তর প্রয়াস।

ভূমিকা :

আলহামদুলিল্লাহ।সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আসমান ও জমির এর মালিক।তার কাছে আমরা সাহায্য চাই ও ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল ও বান্দা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন ও তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের এবং যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাকে উত্তমরূপ অনুসরণ করবে তাদের প্রতি।

ইলম সফলতা চাবিকাঠি। আল্লাহ্ তায়ালার সকল বিধি-নিষেধ জেনে তা নির্ভুল আমলে রূপান্তর একমাত্র ইলম অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ তায়ালার কালামের প্রথম বাণীই হল ।اِقْرَأ(পড়ো) ।ইসলামের প্রতিটি স্তরেই ইলম বিদ্যমান।

ব্যক্তি জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি স্তরেই ইলমের প্রয়োজন রয়েছে। ইলম ছাড়া পরিপূর্ণভাবে ইসলাম পালন সম্ভব নয়।জরুরী ইলম ও ফরজ ইলম জানার মাধ্যমে ঈমানকে শেখা যায়। ইসলামের গণ্ডিতে থাকতে হলে ইলম জানা আত্যাবশ্যক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

হে ঈমানদার গন! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।(সূরা বাকারা,আয়াত:২০৮)

আর এসব ক্ষেত্রে দ্বীনি ইলমের সঠিক আমল জাতিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করে থাকে।আমরা ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত জানার মাধ্যমে ইলিম অর্জনের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা পেতে পারি। ইনশাআল্লাহ

ইলমের পরিচয় :

علم একটি আরবি শব্দ। ইলমের বহুবচন হলো উলুমুন। ইলম শব্দের অর্থ জ্ঞান,জানা, বুঝা, অবগত হওয়া,বিদ্যা,বিজ্ঞান ইত্যাদি।

কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা কে ইলম বলে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ."

বস্তুত প্রত্যেক জ্ঞানের উপরে জ্ঞানী থাকেন। (ইউসুফ:৭৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন,

"ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله."

'বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়,বরং ইলম হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ভয়ের নাম।'

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

"وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل للأجل."

‘ইলম হচ্ছে আমলের নাম।আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগৎ পরিহার করা।’

পারিভাষিক অর্থে বলা যায়, কোন বস্তুর হাকিকত বা অবস্থা দৃঢ়ভাবে জানা ও উপলব্ধি করে এবং সে অনুযায়ী আমল করার নামই হলো ইলম।

ইলমের প্রকার :

ইলম প্রধানত দুই প্রকার:- ক) দ্বীনি ইলম খ) দুনিয়াবি ইলম

*দ্বীনি ইলম: ইসলামিক বিষয় সম্পর্কিত বা আল্লাহ সন্তুষ্টি ও পরকালের সফলতার উদেশ্যে অর্জিত জ্ঞানকে দ্বীনি ইলম বলে। কুরআন, হাদিস, নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি।

দুনিয়াবি ইলম:

পার্থিব জীবনের সফলতার জন্য যে ইলম হাসিল করা হয় তাকে দুনিয়াবি ইলম বলে।যেমন: কম্পিউটার শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষার’ গণিত শিক্ষা ইত্যাদি।

উপকার অন উপকারের

ভিত্তিতে ইলমকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায় :

ক)উপকারি ইলম

খ)অপকারকারী ইলম

গ)উপকারও হয় না অপকারও হয় না এমন ইলম

তাছাড়া ইলমের আরও ভাগ রয়েছে যেমন- ইলমে নাফিয়া’ ইলমে সরফ’ ইলমে নাহু, ইলমে বালাগাত ইত্যাদি।

ইলম অর্জনের আবশ্যকতা:

ইলম কতটুকু অর্জন করা জরুরী বা ফরয। তা জানার আগে ফরয কি?সে বিষয়টি আমরা জেনে নেই, শরিয়াহ কর্তৃক যেসব বিধি নিষেধ আবশ্যকীয় ভাবে বান্দার পালন হুকুম রয়েছে তাই ফরয।

ফরয দুই প্রকার। যথা: ক)ফরযে আইন খ)ফরযে কেফায়া।গ)উচ্চতর ইলম

ক)ফরযে আইন :যে বিধান প্রত্যেক বান্দার প্রতি স্বতন্ত্রভাবে আদায় করা আবশ্যক তাকে ফরযে আইন বলে। যেমন: ইসলামের স্তম্ভ সম্পর্কে জানা, ইসলামী শরীয়ত, ওযু, সালাত, রোজা, ইত্যাদি।

খ)ফরযে কেফায়া : যা প্রত্যেকের উপরই ফরজ, তবে এলাকায় মধ্যে কয়েকজন আদায় করলে অন্যদেরও তা আদায় হয়ে যাবে। ইসলামী শরীয়ায় ইহাকেই ফরযে কিফায়া বলে। যে কেউ আদায় করলেই অন্যরা দায়মুক্ত হয়ে যায়। যেমন : জানাযার সালাত

ইবনে কুদামা রহ. (৬২০ হি.) বলেন,

معنى فرض الكفاية، الذي إن لم يقم به من يكفي، أثم الناس كلهم، وإن قام به من يكفي، سقط عن سائر الناس. فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. اهـ

“ফরজে কিফায়ার অর্থ হচ্ছে, প্রয়োজন পরিমাণ লোকে তা আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হবে, আর প্রয়োজন পরিমাণ লোকে আদায় করলে বাকিরা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। অতএব, শুরুতে ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব ফরজে আইনের মতো সকলের উপরই বর্তায়। তবে ব্যবধান হলো, কিছু সংখ্যক লোকের আদায়ের দ্বারা ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়, পক্ষান্তরে ফরজে আইন একজনের আদায়ের দ্বারা আরেকজনের দায়িত্ব আদায় হয় না।” -আলমুগনি: ৯/১৯৬

আরও দেখুন বাদায়িউস সানায়ি: ১৫/২৭০, হিদায়া: ২/৩৭৮

গ)উচ্চতর ইলম:ইলমের এক বা একাধিক বিষয়ে নিজেকে বিজ্ঞ করে তোলা । আর বর্তমান সময়ে আলেমরা উচ্চতর ইলম অর্জন করে থাকে। তাহাদের সমাদর

সর্বমহলে ব্যাপক। কেউ যদি অসুস্থ হয় তাহলে তাকে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। এখানেও বিষয়টিও একই রকম। বর্তমানে এমন বিশেষজ্ঞ আলেমের অনেক প্রয়োজন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ."

আর মুমিনের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে।অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কাওমকে (আল্লাহর নাফরমানি হতে) সতর্ক করতে পারে যাতে তারা সাবধান হয়। (সূরা তাওবা আয়াত:১২২)

বান্দার জীবনে চলার জন্য যেসব দ্বীনি বিষয় জানা আবশ্যক, ঐই সব বিষয়গুলোর উপর ইলম অর্জন করা ফরয।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম.) জোর নির্দেশ দিয়ে বলেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

অর্থ: হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান (নর-নারীর) উপর ফরয।" (ইবনে মাযাহ: হাদীস নং- ২২৪)

ইলমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

দ্বীনি ইলম অর্জনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন। অর্থাৎ আল্লাহকে রাজি খুশি করার মাধ্যমে যদি আমরা দ্বীনি ইলম অর্জন করি তাঁর আদেশ-নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য,তাহলেই ইলম অর্জনের সার্থকতা। আমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা অর্জনের মাধ্যমে জান্নাতের অধিবাসী হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ইলম অর্জন করলে তা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে। আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য স্পষ্ট হুকুম হলো :

"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"

অর্থাৎ :আমার এবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত, আয়াত:৫৬)

বান্দার প্রকৃত অবস্থা হল আল্লাহর স্মরণে থাকা। অর্থাৎ দিলে অস্তিত্বে সবসময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা। আল্লাহতালার মহাব্বত বান্দার অন্তরে না থাকলে ইলমের প্রাচুর্যের বিন্দুমাত্র উপকার নেই। মানুষ ও জন্তুর মধ্যে পার্থক্য এখানেই যে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থাকবে সে বোধ শক্তি সম্পন্ন হবে। আল্লাহকে নিজের অস্তিত রাখার জন্য তাকওয়া অবলম্বন করবে। আল্লাহতায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

হে ঈমানদারগণ তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান।(সূরা আনফাল,আয়াত:২৯)

তাহলে আমাদের দুনিয়ায় সকল নেক কাজ করার আগে এটা খেয়াল রাখা উচিত যে আমরা তা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছি।আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া দুনিয়াতে যত কাজ আমরা করি না কেন তা বে সওয়াবের হবে।কেননা ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল অর্জন করা, আল্লাহকে ভয় করা, আল্লাহর বিধি নিষেধ গুলো সঠিকভাবে জানা যায়।

ইলমের মাহাত্ম্য :

ইলমের সুফল সুদূর প্রসারী। যে অল্পও দ্বীনি ইলম অর্জন করে সেও উপকৃত হয়, আর যার অধিক অর্জন সে তো মর্যাদামন্ডিত বিশ্বসমাদৃত। ইলম এমন এক সম্পদ যা নিঃশেষ হয় না, তার স্নিগ্ধতার সুবাস অন্য কেও প্রভাবিত করে অনেকখানি। ইলমের পথের পথিক সর্বদা সফলতার সাথেই পরিচালিত হয়। অন্যের মাঝে খরচ করলে তা ফুরিয়ে যায় না বরং তা আরো মজবুত হয় ও বৃদ্ধি পায়। ইলম অনেকটা মোমবাতির আলোর মত, অন্ধকার ঘরে রাখলে মুহূর্তেই আলোকিত হয়ে যায়। প্রথম মোমবাতি থেকে দ্বিতীয় মোমবাতিতে আলো নিলে প্রথম মোমবাতির আলো একটুও হ্রাস পায় না।

পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম বাণী হলো:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

(হে নবি,) পড়ুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রভু হলেন মহাদয়ালু, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে শিখিয়েছেন (এমন বিষয়), যা আগে সে জানত না। (সুরা আলাক : ১-৫)

উক্ত আয়াতে ‘পড়ার’ মাধ্যমে ইলম হাসিল করার কথা বলা হয়েছে, যা ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যকেই স্পষ্ট করে।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ.

তোমাদের মধ্যে যারা ইমানদার এবং যাদের ইলম দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বহুগুণ উন্নীত করবেন। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত। (সুরা মুজাদালা : ১১)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যারা মুমিন ও আলেম তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।

ইলম স্থায়ী আর সম্পদ অস্থায়ী। হাদিসে এসেছে,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

মানুষের ইন্তেকালের পর তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি বিষয় ছাড়া। তা হলো, সদকায়ে জারিয়া, (তার রেখে যাওয়া) যে ইলমের মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, কিংবা (তার রেখে যাওয়া) যে নেকসন্তান তার জন্য দোয়া করে।(সহীহ মুসলিম : ৩/১৩৫৫(১৬৩১)

ইলম একটি ইবাদাত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন। যার দ্বারা মানুষ দীনি ইলম অর্জন করতে পারে ও সমস্ত সৃষ্টিকুলের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

মুমিনের ইলম এর প্রয়োজনীয়তা :

মুমিনের জন্য ইলম জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ইলমের মাধ্যমেই সে পরিপূর্ণ জ্ঞান হাসিল করতে পারে। ইলম সঠিক ভাবে না জানলে শুদ্ধভাবে আমল করা যায় না।হাদিসে এসেছে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ."

ইলম অর্জনের চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪)

কোন ব্যক্তি আল্লাহর পূর্ণ মুমিন হতে হলে তাকে শরীয়া ভিত্তিক সঠিক ইলম অর্জন করতে হবে। মুমিন হওয়ার জন্য দুইটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

ক)তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস। অর্থাৎ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ(সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল।'

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন ইবাদাতের যোগ্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাহু সালাম তার বান্দা ও রাসূল এই কথার উপর পূর্ণ ঈমান আনতে হবে বা বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

খ)শরীয়তের বিধান মত আল্লাহর বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরষ্কার তাদের পালনকর্তার কছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।(সূরা বাকারাহ,আয়াত:২৭৭)

হাদিসে এসেছে,

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِع.َ

যে ব্যক্তি দ্বীন শেখার জন্য ঘর ছেড়ে বের হবে, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকবে। (সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং ২৬৪৭)

মুমিনরা আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকল কাজ করে আর তা ইলম ও আমলের সামন্বয়ে ই করা সম্ভব। তাই মুমিনদের আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য সঠিক ইলম অর্জন করে তার ভিত্তিতে আমল করা অত্যন্ত জরুরী।

কুরআনে ইলমের ফযীলত :

মহান রাব্বুল আলামিন কুরআনের অসংখ্য জায়গায় ইলমের গুরুত্ব ফজিলত বর্ণনা করেছেন।কুরআন পুরোটাই একটি ইলমের ভান্ডার। কুরআন নিজে শিক্ষা করা এবং অন্যকে শিক্ষা দেওয়া অনেক ফজিলত পূর্ণ আমল। দুনিয়াতে যুগে যুগে যত নবী-রাসূলরা এসেছেন। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। আর ইলম ও হিকমা দ্বারাই তাঁরা পথ হারা জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টি করেন সর্বপ্রথম ইলম শিক্ষা দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْئِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صُدِقِينَ .

'আর তিনি আদমকে সব নামসমূহ শিক্ষা দিলেন তারপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'।(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৩১)

তখন ফেরেশতারা তার জবাব দিতে পারলেন না। তারপর হযরত আদম (আ.) কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তার সঠিক জবাব কৃতিত্বের সাথে দিলেন। নিষ্পাপ ফেরেশতাদের উপর ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে ইলম উপরে। যা আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মানব জাতিকে দিয়েছেন। অর্থাৎ ইলমের উৎপত্তি জান্নাতেই।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহর জন্যে তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।(সূরাহ মুযাদালা, আয়াত-১১)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন-

مَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

"বলোতো যারা ইলমে দীন হাসিল করেছে এবং যারা কুরআনের ইলম হাসিল করেনি, তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে?" অর্থাৎ যারা ইলম হাসিল করেনি এমনকি উলামায়ে কিরামের সাথে যাদের উঠা-বসা বা কোনরূপ যোগাযোগও নেই তাদের জন্য আল্লাহর যথার্থ গোলামী অসম্ভব। তাই গোলাম হয়ে মালিকের গোলামীর খবর না রাখায় তারা পশু স্তরেরও নীচে অবস্থান করে। তারা কখনো ইলম ওয়ালাদের সমান হতে পারে না।"(সুরাহ যুমার, আয়াত-৯)

অন্যত্র আল্লাহতালা বলেছেন,

ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।(সূরা বাকারাহ'র,আয়াত:২৬৯)

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।(সূরা আন-নিসা,আয়াত:১১৩)

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শরীয়ত সম্মত ইলিম অর্জনই শুধু যথেষ্ট নয়, সেই ইলমের উপর আমল করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলগণকে ইলমের বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন ওহীর মাধ্যমে তা মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না।(সূরা বাকারাহ, আয়াত:১৫১)
সঠিক ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়।আর কোন বিষয়ে শিখার আগ্রহ থাকলে, যত প্রতিবন্ধকতাই থাকুক আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.

যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হেদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন (সূরা মুহাম্মাদ,আয়াত:১৭)

ইলম ছাড়া কোন বিষয়ে আমল করলে বা কাউকে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে গেলে নানা রকম জটিলতা বা গাফিলতি সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنهُ مَسْئُولًا.

যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত: ৩৬)

ইলমের মাধ্যমে আমল করা সম্ভব, তাইতো আল্লাহ তায়ালা তার হাবিবকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাকে শিখিয়েছেন এবং আল্লাহতালার তাওহীদের প্রচার করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা কোরআনে ইরশাদ করেন,

اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْن.َ

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে। -(সূরা নাহল,আয়াত: ১৬)

কোরআনের আয়াতগুলো দ্বারা প্রতিয়মান হয়, মুসলিম নরনারীর জন্য ইলম অন্বেষণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলম অর্জন করে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন

হাদিসে ইলম অন্বেষণের গুরুত্ব :

ইলম বলতে মূলত আমরা

দ্বীনি ইলমকেই বুঝে থাকি।আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তার ইবাদত করার জন্য। আর ইবাদত করার জন্য প্রয়োজন ইলমের।কোন ইবাদাত কোন নিয়মে করতে হবে এবং তার বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল সঠিক পদ্ধতি আমরা ইলম শিখার মাধ্যমেই অর্জন করতে পারি।

নিম্মে হাদিসের আলোকে ইলমের গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হলো :ইলম অর্জন জান্নাতের পথকে সহজ করে দেয়। যেমন আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

যে ইলম তালাশের উদ্দেশ্যে কোন পথ চলে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে পৌঁছার পথ সহজ করে দেন। [১]

ইলম অর্জনের পথে হাটা পথিক অফুরন্ত নেয়ামতের অধিকারী হয়, কেন না রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

" من خرج في طلب العلم، فهو في سبيل الله حتى يرجع."

যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম হাসিল করার জন্য পথ চলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে [২]

ইলম স্থায়ী সম্পদ আর দুনিয়ার সম্পদ হলো অস্থায়ী,হাদিসে এরশাদ হয়েছে,

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ."

মানুষের ইন্তেকালের পর তাঁর আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি বিষয় ছাড়া।তা হলো,সাদকায়ে জারিয়া (তার রেখে যাওয়া) যে ইলমের মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত হতে থাকে, কিংবা (তার রেখে যাওয়া) যে নেক সন্তান তার জন্য দোয়া করে।[৩]

দ্বীনি ইলিম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নেয়ামত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

"مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ."

আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দিনের বুঝ দান করেন। [৪]

আরো এরশাদ হয়েছে,

"لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا."

দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো প্রতি হিংসার সুযোগ নেই, তন্মধ্যে একব্যক্তি হলো, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর তাকে ঐ সম্পদ সত্যের খাতিরে নিঃশেষ করার তৌফিক দিয়েছেন। আরেক ব্যক্তি হলো,আল্লাহ যাকে হিকমত

(দ্বীনের জ্ঞান) দান করেছেন, অতঃপর সে তদানুযায়ী জীবন পরিচালনা করে এবং অন্যদের তা শিক্ষাদান করে। [৫]

অন্য বর্ণনায় এভাবে হাদিসে এসেছে-

"من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله . ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره."

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।[৬]

জাগতিক ইলম তুচ্ছ ও মূল্যহীন আর ওহীর জ্ঞান দামী নেয়ামত ও মূল্যবান সম্পদ। আর এ নেয়ামত অর্জনের জন্য প্রচুর মেহনত করতে হয় তবে দুনিয়া ও আখেরাতের মহাসাফল্য অর্জন সম্ভব।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেন,

" يَا أَبَا ذَرٍّ لأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَلأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ " .

হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

তবে ইলম অর্জনের জন্য নিয়তকে বিশুদ্ধ করতে হবে। যে ইলম অর্জন করে আমল করা হয় শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সেটাই ফায়দা জনক। অন্যথায় তা বৃথা, নিরর্থক কাজ।হাদিসে এরশাদ হয়েছে,

"مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ."

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[৭]

ইলম অর্জন যেহেতু নিয়তের উপর নির্ভরশীল, তাই আমরা শুধুমাত্র আজ আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের উদ্দেশ্যেই ইলম হাসিল করে, সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবো।

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি ইলম :

ইলম মানুষের জন্য মহামূল্যবান সম্পদ। আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন মাজিদে এর শ্রেষ্ঠত্ব নানা জায়গায় বর্ণনা করেছেন। মুমিনের প্রত্যাহিক জীবনের প্রতিটি আমল সঠিক ইলিম ছাড়া কোন ভাবেই করা সম্ভব নয়। ইলম শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হওয়ার কিছু দিক নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক)আল্লাহর প্রথম উপহার বান্দার প্রতি :

বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির পর থেকে অসংখ্য নেয়ামতের মাধ্যমে পরিপূর্ণ করেছেন। যা আমাদের গুনে গুনে হিসাব করা অসম্ভব। এ অসংখ্য লাখোকোটি নেয়ামতের মাঝেও একটি অন্যতম নেয়ামত হল ইলম। আল্লাহ তা'য়ালা কোরআন মাজীদে অসংখ্য বার অসংখ্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম(আ.) কে সৃষ্টি করে তাকে কিছু ইলম শিক্ষা দেন। আর এই ইলমের দ্বারাই ফেরেশতাদের উপর তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا."

আর তিনি আমাক আদমকে সব নামসমূহ শিক্ষা দিলেন অতঃপর তা ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। তারপর বললেন তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা আল বাকারা,আয়াত:৩১)
আল্লাহ যখন মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের মতামত নিচ্ছিলেন। ফেরেশতারা তখন মানুষ সৃষ্টিকর্তে নিষেধ করেন, কিন্তু আল্লাহ বলেন, "আমি যা জানি তোমরা তা জানো না"

কিছু বস্তুর সামনে রেখে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে বলেন তোমরা এগুলোর নাম বল,কিন্তু তারা বলতে পারে নে

নি যখন আদম আঃ কে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি তা বলে দিলেন।এভাবেই ইলমের মাধ্যমে ফেরেশতাদের কাছে

আল্লাহ তায়ালা আদম(আ.) এর সম্মান বাড়িয়ে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"خَلَقَ الْإِنسَنَ. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ."

তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে বয়ান শিক্ষা দিয়েছেন। (সূরা আর রহমান,আয়াত ৩-৪)

খ)আল্লাহর ভয় সৃষ্টি :

কোন বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে ইলম অর্জন করে মনন ও মস্তিষ্কে অনুধাবনের মাধ্যমে অন্তরের প্রতিক্রিয়া সম্ভব। বান্দা যদি সঠিক ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানসমূহ না মানার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারে তবে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় অর্জিত হবে। জাহান্নামের আজাব আল্লাহর কঠিন শাস্তির বিষয়ে সে শঙ্কিত থাকবে। কুরআনের সকল বিধি-বিধান, ঈমানের হাকীকত, সত্য মিথ্যা পার্থক্য করা ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক দ্বীনি ইলমে মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করে আমলে রূপান্তর করলে আল্লাহ সন্তোষ পাওয়া সম্ভব। তারমধ্যে আল্লাহর মহব্বত অধিক গভীর হবে। যেমনটা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

"إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ."

বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমরাই আল্লাহকে (যথাযথ) ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহপরাক্রমশালী,পরম ক্ষমাশীল।

(সুরা-ফাতির, আয়াত:২৮)

গ)আলোর দিশারী :

দুনিয়ার সত্যিকারের হাকিকত বুঝার জন্য ইলম এক অনুপম আলোকবর্তিকা। যা অন্তরে দৃষ্টিকে সত্যের সাথে পরিচয় করায়। অন্তরকে ভালো-মন্দ, সদা-কালো,ভুল-শুদ্ধ অনুধাবন করার পথ সহজ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ."

তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।(সূরা হজ্ব,আয়াত:৪৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে ভ্রমণের মাধ্যমে আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণ নিদর্শন অবলোকনের মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করার কথা বলেছেন।

চোখের সাধারণ দৃষ্টিতে মানুষের অনেক কিছু বোধগম্য হয় না। যা অন্তদৃষ্টিতে প্রকৃত জ্ঞানীরা বুঝতে পারে। তাইতো আল্লাহতালা বলেন,

"أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ."

যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তি সম্পন্ন।(সূরা আর-রাদ, আয়াত:১৯)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তবতা ও হাকিকত বুঝার তৌফিক দান করুন।আমিন

ঘ)মূল্যবান ও স্থায়ী নেয়ামত:

ইলম মহামূল্যবান ও স্থায়ী সম্পদ , যা মানুষকে দান করার মাধ্যমে একবিন্দুও কমেনা, বরং আরও বৃদ্ধি পায়। যার দ্বারা দুনিয়াতে যেমন সম্মানিত হওয়া যায়, তেমনি আখেরাতে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত। মহান আল্লাহ তা'আলা ইলম বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বলেছেন,

"وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا."

এবং তুমি বলো,"আমার রব আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন" (সূরা আত-ত্ব-হা,আয়াত: ১১৪)

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, যদি ইলম থেকে উত্তম কিছু থাকতো তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাই বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে বলতেন।

ঙ) আত্মার শুদ্ধতা:

ইলম অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

"وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ."

আর এভাবেই আমি আপনার নিকট প্রেরণ কে করেছি রূহ (কুরআন),আমার আদেশক্রমে। অথচ আপনি জানতেন না কিবা ঈমান কি?বস্তুত: আমি একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমি প্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমি চাই।অথচ আপনি প্রদর্শন করে থাকেন সরল পথ। (সূরা-আশ-শূরা আয়াত:৫২)

সঠিক ইলম ছাড়া কোন আমল পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধ হয় না। এবং তা আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হয় না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

"فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ."

অতএব জেনে রাখ,নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মুমিন নারী পুরুষের ভুল ক্রুটির জন্য আল্লাহ আপনাদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (সূরা- মুহাম্মদ, আয়াত:১৯)

ইলমের একটা বড় ভান্ডার হলো কুরআন মাজীদ, যেখান থেকে শুধু আলোক বিচ্ছরণকারী নূর প্রজ্জ্বলিত হয়। যা পৃথিবীকে অজ্ঞতা থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছে। যার তিলাওয়াত মুমিনের হৃদয় পরিশুদ্ধ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ."

আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি,যা আমি জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ এমন জাতির জন্য,যারা ঈমান রাখে। (সূরা আল-আরাফ আয়াত: ৫২)

চ)জিহাদের সমতুল্য:

শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় দ্বীনকে সমুন্নত রাখতে ও রক্ষা করতে ঢাল-তরবারীর যে বিরত্ব গাথা রণকৌশল, সেইসব মুজাহিদদের অবদান ইসলামে অনেক।তাদের গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا.فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا."

আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতাম।সুতরাং আপনি কাফেরদের অনুগত করবেন না এবং কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম (জিহাদ) করুন। (সূরা আল ফুরকান আয়াত ৫১-৫২)

অর্থাৎ ঢাল-তরবারী জিহাদের মত মুখ-হাতের জিহাদ ও অনেক উত্তম।কলমের কালিতে যেই জিহাদের ঝড় উঠে ইলম শক্তির জিহাদ যা সকল জিহাদের চেয়ে উত্তম। মূলত ইসলামের শুরুর দিকে কাফেরদের সাথে কুরআনের মাধ্যমেই জিহাদ হত। আল্লাহ তারা আলো বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

হে নবী ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হন;আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল। (সূরা আত-তাহরিম, আয়াত:০৯)

মুনাফিকদের সাথে কোরআন আর প্রমাণের মাধ্যমেই জিহাদ হয়।এই জিহাদের মূল উপকরণ হলো ইলম।আর,তাই ইলম অন্বেষণ কারীর গুরুত্ব মুজাহিদের সমান।আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

"عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله . ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره."

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন,যে ব্যক্তি আমার এই মসজিদে কেবল কোন কল্যাণ (ইলম) শেখার বা শেখানোর অভিপ্রায়ে আসবে,সে আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মর্যাদার অধিকারী। আর যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসবে,সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অন্যের সম্পদ পরিদর্শনে আসে।[৮]

ছ)গর্ব করার বস্তু :

ইলম গর্ব করার বিষয়। ইলমকে নিয়ে ঈর্ষা করা যায়। অর্থাৎ ইসলামে এর ব্যাপারে বৈধতা রয়েছে। অন্যের ইলম ও সম্পদ ব্যয়ের বিষয় ঈর্ষান্বিত হওয়ার বিষয়টি হাদিসে এসেছে। আবু ইবনে মাসউদ রা: হতে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছন,

قال سمعت عبد الله بن مسعود قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها،

কেবল দুই ব্যক্তিকে ঈর্ষা করার অনুমতি রয়েছে:ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন।অতঃপর তাকে সে সম্পদ হকের পথে ব্যয় করতে ন্যস্ত করেছেন।আর ওই ব্যক্তি যাকে হিকমাহ বা ইলম দান করেছেন ফলে তা দিয়ে সে বিচার করে এবং শিক্ষা দেয়।[৯]

জ)বান্দার প্রতি রবের দয়া :

তাওহীদের প্রচারণার কাজে যুগে যুগে যত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন,তাদেরকে জ্ঞান ও হিকমা দিয়ে আল্লাহ তা'য়লা অনুগ্রহ করেছেন। কুরআনে তা বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا."

আর আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।আর আপনার উপর আল্লাহর মহান অনুগ্রহ রয়েছে(সূরা আন-নিসা, আয়াত: ১১৩)

হযরত মুসা আলাইহিস ওয়া সালামের প্রতি অনুগ্রহ করে বলেন,

"وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ."

আর মুসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো,তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি।(সূরা আল-কাসাস আয়াত:১৪)

হযরত ইউসুফ আলাইহিস ওয়া সাল্লামের প্রতি দয়া করে বলেছেন,

"وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ."

আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনিত হলো আমি তাকে হিকমা ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।(সূরা ইউসুফ আয়াত:২২)

ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিস ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অনুগ্রহ,মহান আল্লাহ বলেন,

"إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ ۖ "

হে মারিয়াম এর পুত্র ঈশা,তোমার উপর ও তোমার মাথার উপর আমার নিয়ামত স্মরণ করো,যখন আমি তোমাকে শক্তিশালী করেছিলাম পবিত্র আত্মা দিয়ে। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে দোলনায় ও পরিণত বয়সে। আর যখন আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিতাব ও হিকমাত,তাওরাত তাওরাত ও ইঞ্জিল। (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত:১১০)

ঝ)পিপাসার্ত চাহিদা ও অফুরন্ত প্রতিদান:

মানুষের কোন বস্তুর প্রতি কিছু না কিছু চাহিদা থাকে আর সেটা একটা সময় ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ইলম এমন এক বস্তু তার চাহিদা কখনো নি:শেষ হয় না, যতই অর্জন করা হয় তবুও আরো অর্জন করতে হৃদয় ব্যাকুল হয়ে থাকে।কাতাদা রাহিমাহুল্লাহু 'আনহু বলেন,

"لو كان أحد يكتفي من العلم بشئ لاكتفي موسى عليه السلام ولكنه قال للخضر عليه السلام : (هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.)"

'যদি ইলমের চাহিদা শেষ হত তবে সর্বপ্রথম মূসা (আ.) এর চাহিদা শেষ হতো। কিন্তু তিনি খিজির (আ.) কে বললেন, আমি কি আপনার অনুসরণ করতে পারি যাতে আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দেন?'

আল্লাহ তা'য়ালা যাদেরকে সম্মানিত করেছেন ইলমের মহিমা ও তৃষ্ণা তারাই বুঝেন, বর্তমান সময়ের মানুষ বিভিন্ন দুনিয়াবী বস্তু-সামগ্রী নিয়ে উৎফুল্ল আগ্রহে মেতে থাকে।কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগণ তা করতেন না তারা সব সময় ইলমের প্রতি আগ্রহ ভালোবাসা রেখে তার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। নবী (সা.) সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শকে অনুসরণ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের আদর্শ অনুসরণ করে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন

সকল বস্তুরই প্রতিদান ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ইলম এমন এক বস্তু যার প্রতিদান অফুরন্ত। দুনিয়ার ধন সম্পদ একসময় নিঃশেষ হয়ে যায় ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার কোন কাজে আসে না। কিন্তু ইলম এমন এক সম্পদ, যা অর্জন করে মানুষকে শিক্ষা দিলে এবং দ্বীনি কিতাবসমূহের মাধ্যমে তার সাওয়াব জারি থাকে অনন্তকাল। হাদিসে এরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ. وَمُصْحَفًا وَرَثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মৃত্যুর পর মুমিনের সঙ্গে যেসব আমল যুক্ত হবে সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে ইলম, যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং যার প্রচার-প্রসার করেছে; পুণ্যবান সন্তান যে রেখে গিয়েছে সে; কুরআন যার সে উত্তরাধিকারী বানিয়েছে; মসজিদ যা সে বানিয়েছে; মুসাফিরদের আশ্রয়কেন্দ্র যা সে নির্মাণ করেছে; নদী-নালা যা সে খনন করেছে এবং সাদাকা যা সে নিজ জীবদ্দশায় ও সুস্থতাকালে

আপন সম্পদ থেকে দান করেছে- এসব তার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে যুক্ত হবে।'[১০]

ঞ)সকল ইবাদতের মূল ইলম:

ইবাদত করার জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইবাদাত সহি শুদ্ধভাবে হওয়ার জন্য সঠিক ইলিমের প্রয়োজন তবে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জিত হবে। তাই ইবাদত মধ্যে ইলম শিক্ষা করার ইবাদাতকে বেশি মর্যাদাবান করা হয়েছে।

মা আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ: سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ : أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ، وَقَصْدُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ

'আল্লাহ আমার প্রতি ওহী করেছেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনে কোনো রাস্তা অবলম্বন করে, আমি তার জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেই। আর আমি যার দুই প্রিয়তমকে (চক্ষুদ্বয়) কেড়ে নেই, এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি। কল্যাণের ইলম আহরণে আধিক্য ইবাদতেও আধিক্যের হেতু। দীনের সেরা বিষয় হলো আল্লাহর ভয়।'[১১]

ট)ইলম ক্ষতিরোধ করে ও কল্যাণ সাধন করে:

ইলম বান্দাকে যাবতীয় দুনিয়াবী ও আখেরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তা'আলা সূরা আসরে বলেছেন,

وَالۡعَصۡرِ ۙ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَفِیۡ خُسۡرٍ ۙ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوۡا بِالۡحَقِّ ۬ۙ وَتَوَاصَوۡا بِالصَّبۡرِ

মহাকালের শপথ।মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের।(সূরা আসর,আয়াত:১-৩)

এখানে তিন নম্বর আয়াতে ঈমান আনার পর ইলম অর্জন করে সৎ কাজ করার কথা বলা হয়েছে। তাহলেই মানুষ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

যারা ঈমান রাখে ইলম হলো তাদের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ। আল্লাহ তায়ালা সূরা আরাফের ৫২ নাম্বার আয়াতে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

আমি তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি যে আমি জেনেশুনে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।”

আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসির মুহাম্মদ আমিন শানকিতী (রহ.) বলেন,

ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي

সন্দেহ নেই যে, এই কুরআনই হচ্ছে সেই নূর, যা আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আলোকময় করতে অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সেই আলোর সাহায্যে হক ও বাতিল এবং ভালো ও মন্দ পার্থক্য করা যায়। ক্ষতি ও উপকারী বস্তু চেনা যায়। ভ্রান্তি থেকে সঠিক পথের দিশা পাওয়া যায়।'

ইলমের মাধ্যমে বান্দার কল্যাণ সাধিত হয়। হাদিস এরশাদ হয়েছে নবী সাঃ বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

“আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দীনের সঠিক 'ইল্ম (জ্ঞান) দান করেন”।

ঠ)আমলকারীর প্রতিদান বাড়ে:

আমলকারী ব্যক্তির জিম্মায় যে কোন বিষয়ই যেমন ইবাদাত কিংবা দুনিয়াবী সম্পদ বা ক্ষমতা আসুক না কেন, যদি সঠিক ইলম জানা না থাকে,তাহলে তার অপব্যবহার ও বরবাদের আশঙ্কা রয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

কাবশা আনমারী রাঃ থেকে বর্ণিত,

حدثني كبشة الأنماري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وأحدثكم حديثاً فأحفظوه قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو نيته فأجرها سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقى في ربه ولا يصل في رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزر هما سواء

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শোনেন, তিন

শ্রেণির লোকদের ব্যাপারে আমি কসম করছি এবং তোমাদের কাছে একটি হাদিস বলছি, তোমরা তা সংরক্ষণ করো, তিনি বলেন, দান সদকায় কারো সম্পদ কমে

না। কোনো ব্যক্তির উপর অত্যাচার করা হলে সে যদি তাতে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাআ'লা তার সম্মান বৃদ্ধি করে দেন। কোনো বান্দা মানুষের কাছে চাওয়ার দরজা খুললে আল্লাহ তার অভাবের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। রাবী বলেন, এ কথা বা অনুরূপ বাক্য বলেছেন। আর আমি তোমাদের কাছে একটি হাদিস বলব তোমরা তা সংরক্ষণ করবে। তিনি বলেন, দুনিয়া চার প্রকার লোকের জন্য;

(১) সেই বান্দার জন্য যাকে আল্লাহ মাল ও জ্ঞান দান করেছেন। ফলে এতে সে তার প্রভুকে ভয় করছে এবং তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে সম্পর্ক রাখছে আর তার

ব্যাপারে আল্লাহর হক জানছে, এ হলো সর্বোত্তম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

(২) সেই বান্দা যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, কিন্তু মাল দেননি।

-সে হলো সঠিক নিয়তের লোক। সে বলে আমার যদি টাকা পয়সা থাকতো তাহলে অমুক ব্যক্তির মত কাজ করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব পাবে। এদের দুজনের নেকী হবে সমান।

(৩) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ টাকা পয়সা দিয়েছেন কিন্তু জ্ঞান দান করেননি। সে না জেনেই টাকা পয়সা খরচ করছে। এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না। আত্মীয়তা রক্ষা করে না এবং এতে আল্লাহর হকও সে জানে না। সে হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে।

(৪) আর সেই বান্দা যাকে আল্লাহ মালও দেননি, জ্ঞানও দেননি, সে বলে, আমার টাকা পয়সা থাকলে অমুকের মতই খারাপ কাজ করতাম। সে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। এরা দুজনেই গুনাহর দিক থেকে সমান।[১২]

এভাবে ইলমের মাধ্যমে ব্যক্তি তার প্রাপ্ত বস্তুকে সঠিকভাবে খরচ করে ও উত্তম নিয়তের মাধ্যমে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

ড)ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে সাহাবাদের অভিমত:

নেয়ামত পূর্ণ ইলম আল্লাহ তায়ালার এক বিশেষ অনুগ্রহ। নিম্মে কতিপয় সাহাবাদের ইলমের গুরুত্ব সম্পর্কে অভিমত বর্ণনা করা হলো:

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يُكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد موته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان المال وهم أحياء

ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা ইলম তোমাকে পাহারা দেয় আর তুমি পাহারা দাও সম্পদকে। আলেম ব্যক্তির জীবনে ইলম নিয়ে আসে মানুষের আনুগত্য, আর মৃত্যুর পর তাকে সবাই উত্তমভাবে স্মরণ করে।আর মালের মালিক মারা গেলে মালও তার হাতছাড়া হয়ে যায়। বরং, মালের মালিকরা জীবিত হলেও মৃত থেকে যায়।'

ইলম হাসিল হলে দুনিয়ার সব কিছু হাসিল হয়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

خير سليمان بن داود عليهما السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه

সুলায়মান ইবন দাউদ 'আলাইহিমাসসালামকে ইলম, সম্পদ ও রাজত্ব- এই তিনটি বস্তুর যে কোনো একটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল। তিনি ইলম এখতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু এর বদৌলতে সম্পদ ও রাজত্বও হাসিল হয়েছিল।'

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, ইবন আব্বাস রাদিয়াললাহু 'আনহু এবং আহমাদ (রহ.) বলতেন,

تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها

'রাতের কিছু অংশে ইলমের আলোচনা করা আমার কাছে সারারাত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করার চেয়েও প্রিয়।'

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

يا أيها الناس عليكم بالعلم فإن الله سبحانه رداء يحبه فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه فإن أذنب ذنباً استعتبه ثلاث مرات لئلا يسلبه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت

হে লোক সকল! তোমরা ইলম গ্রহণ করো। কেননা আল্লাহ তা'আলার একটি চাদর আছে, যা তিনি পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি ইলমের কোনো দরজা অন্বেষণ করে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ চাদরে আশ্রয় দেন। যদি সে কোনো গুনাহ করে, তাকে তিনবার এর শাস্তি থেকে সতর্ক করেন যেন তার থেকে নিজ চাদর ছিনিয়ে নেওয়া না হয়। যদিও এ গুনাহ আমৃত্যু দীর্ঘায়িত হয়।'

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলতেন,

ذللت طالباً فعززت مطلوباً

'ইলম অন্বেষণের সময় তুচ্ছ থেকেছি ফলে উস্তাদ হয়ে সম্মানিত হয়েছি।'

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواته

ইল উঠে যাওয়ার আগেই তা শিক্ষা কর। আর এর উঠে যাওয়া অর্থ বর্নাকারীর মৃত্যু ঘটা।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة

‘একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার দৃষ্টিতে ইবাদতের জন্য সারারাত জাগ্রত থাকার চেয়ে শ্রেয়।’

ঢ)দ্বীনি ইলমি মজলিস মূল্যবান রত্ন : দুনিয়ায় যেসব মজলিসে দ্বীনি আলোচনা, কোরআন শিক্ষা ও শরীয়তের মাসালা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা হয় তা ফজিলত এর দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম মজলিস। হাদিসে এসেছে,

جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى أهل السوق و هم يتبايعون ويتشارون .. فقال أنتم هاهنا و ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد فتركوا بضائعهم وذهبوا يتراكضون إلى المسجد ، فدخلوا و ما وجدوا إلا حلقة هنا تعليم التفسير ، وأخرى تعلم الحديث ، فرجعوا وقالوا: يا أبا هريرة غفر الله لك ، ما رأينا شيئاً ! ، قال : أو ذهبتم ؟ قالوا: نعم ، قال: فماذا رأيتم ؟ قالوا : رأينا قوما يعلمون القرآن و قوماً يعلمون التفسير وقوماً يعلمون الحديث ! قال: و هل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا؟

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার বাজারে গেলেন এবং লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা এখনো এখানে? অথচ মসজিদে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাছ বণ্টন হচ্ছে। তার কথায় লোকেরা বাজার ছেড়ে মসজিদ পানে ছুটে গেলেন। কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে দেখলেন কোথাও তাফসীরের মজলিস হচ্ছে, কোথাও হাদীছের দরস হচ্ছে। ফলে তারা মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর সঙ্গে দেখা হলে বললেন, আবু হুরায়রা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ক্ষমা করুন। আমরা তো আপনার কথার সত্যতা দেখতে পেলাম না!

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তবে তোমরা সেখানে কী দেখেছ? তারা বললেন, আমরা একদল লোককে কুরআনের, আরেকদলকে হাদীছের দরসে লিপ্ত দেখলাম। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাছ।'

ণ)ইলমের প্রতি পূর্বসূরী আলেমগণের দৃষ্টিভঙ্গি:

সুফিয়ান রহিমা হলে বলতেন,

لا أعلم بعد النُّبوة أفضل من العلم ، لأن العالم هو وريث النبي الخ

নবুওয়াতের মর্যাদার পর ইলমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা আলেম হচ্ছেন নবীর ওয়ারিস আর নবীগণ দিরহামের ওয়ারিস। আর নবীগণ দিনার দিরহামের ওয়ারিস বানান না।তারা ইলমের ওয়ারিশ বানান।

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল -

من الناس؟ فقال: العلماء قيل: فمن الملوك؟ قال: الزهاد. قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا بالدين

'মানুষ কারা। তিনি জবাবে বললেন, ওলামায়ে কেরাম। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো বাদশা কারা?তিনি বললেন দুনিয়া বিমুখ লোকেরা। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, আর নিকৃষ্ট লোক কারা?তিনি বললেন, যারা দিনের বদলায় দুনিয়া কামায় তারাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।'

ইমাম শাফেয়ী রহিমাহুল্লাহ বলতেন,

طلب العلم أفضل من النافلة

'ইলম তলব করা নফল সালাতের চেয়ে উত্তম।'

হাসান বসরী (রহ.) বলেন,

كانوا يقولون: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار

ওলামায়ে কেরাম বলেন একজন আলেমের মৃত্যুতে ছিদ্র তৈরি হয় তা রাত্রি দিনের পূর্ণ হয় না।

তিনি আরো বলতেন,

لموت قبيلة أيسر من موت عالم

'একটি গোত্রের সকলের মৃত্যু একজন আলেমের মৃত্যুর চেয়ে অনেক সহজ।'

ত) ইলম এর পূর্ণ বাস্তবতা:

মুয়াজ ইবনে জাবাল(র.) এক হাদীসে ইলমের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ ، فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَا كَرَتَهُ تَسْبِيحٌ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَنَارُ سُبَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ الْأُنسُ فِي الْوَحْشَةِ وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالسَّلَاحُ عَلَى الْأَعْدَاءِ، وَالزَّيْنُ عِنْدَ الْأَخِلَّاءِ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ أَقْوَامًا فَيَجْعَلُهُمْ فِي الْخَيْرِ قَادَةً وَأَئِمَّةً يُقْتَصُ آثَارُهُمْ ، وَيُقْتَدَى بِأَفْعَالِهِمْ وَيُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ تَرْغَبُ الْمَلَائِكَةُ فِي خُلَّتِهِمْ وَبِأَجْنِحَتِهَا تَمْسَحُهُمْ

يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَحِيتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، لِأَنَّ الْعِلْمَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ مِنَ الْجَهْلِ وَمَصَابِيحُ الْأَبْصَارِ مِنَ الظُّلَمِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ بِالْعِلْمِ مَنَازِلَ الْأَخْيَارِ وَالدَّرَجَاتِ الْعُلَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ يَعْدِلُ الصِّيَامَ وَمُدَارَسَتُهُ تَعْدِلُ الْقِيَامَ بِهِ تُوصَلُ الْأَرْحَامُ، وَبِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ مِنَ الْحَرَامِ ، وَهُوَ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ ، هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ مَرْفُوعًا بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ جِدًّا وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ قَوِيٌّ

'তোমরা ইলম শিক্ষা করো, কেননা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ইলম তলব করা আল্লাহভীতি এবং ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। ইলমের আলোচনা করা তাসবীহ এবং বাহাছ করা জিহাদের মতো। অজ্ঞকে শিক্ষা দেওয়া দান-সদকার মতো। যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করা নৈকট্য লাভের মাধ্যম। কেননা ইলম হচ্ছে হালাল-হারামের মাপকাঠি। জান্নাতীদের পথের আলো। ইলম একাকিত্বের সঙ্গী, নিঃসঙ্গতার

বন্ধু,নির্জনতায় গল্পের সঙ্গী। সুখ-দুঃখের দলিল। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র, বন্ধু-বান্ধবদের সামনে অলঙ্কার। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে একদল লোককে সম্মানিত করেন, ফলে তারা সমাজের নেতৃত্ব লাভ করে। তারা পথপ্রদর্শক হয়, যেই পথ অনুসরণ করে সাধারণ মানুষ পথ চলে। ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের আলোচনা করা হয় এবং ফেরেশতাগণ সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাদের পায়ের নিচে নিজেদের পাখা বিছিয়ে দেন।জীব-জড় এবং

জলভাগ-স্থলভাগ সবশ্রেণীর মাখলুক ইলমওয়ালার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করেন। এমনকি সমুদ্রের মাছ এবং ভূমির কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু-দানব পর্যন্ত! কেননা ইলম হচ্ছে মূর্খতা থেকে জীবন সঞ্চারণকারী। গভীর অন্ধকারের প্রখর উজ্জ্বল বাতি। ইলম বান্দাকে দুনিয়া-আখেরাতে মর্যাদার উচ্চ আসনে নিয়ে যায়। ইলমী বিষয়ে ফিকির করা সাওম পালনের মতো। ইলমের দারস দেওয়া রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায় করার মতো। ইলমের দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। এর দ্বারাই হালাল-হারামের সুস্পষ্ট জ্ঞান হাসিল হয়। ইলম হচ্ছে ইমাম এবং আমল হলো তার মুক্তাদী। ভাগ্যবানরা ইলম লাভে ধন্য হয় আর হতভাগ্যরা এ থেকে বঞ্চিত হয়।' (ইবন আবদুল বার (রহ.), জামে বয়ানুল ইলম, হাঃ নং ২৬৪)

দ্বীনি ইলম অন্বেষণে সাহাবাদের ভূমিকা:

নবী সাঃ এর যুগে, নবুয়তের কয়েক বছর পর থেকে, মক্কায় 'দারুল আরকাম' নামে একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়। সেখানেই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বাণী মারফত যা আসতো তা আসহাবে সুফফাদের শিক্ষা দিতেন। হিজরতের পর মদিনায় মসজিদে নববীর আসহাবে সুফফার মজলিসে নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম দীনের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। সাহাবায়ে কেরামগণ নবীজির সকল কথা ও কাজকে আত্মস্থ করে সে অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করতেন। তাদের মধ্যে ইলমের বিষয়ে প্রতিযোগিতাও চলতো । সাহাবাদের জ্ঞানপিপাসার তৃষ্ণা ছিল অনেক। যেমন হযরত আবু বকর (রা.) এর একটি ঘটনা, তিনি কুরআনের এক আয়াত শিখতেন তা আমলে পরিণত করে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন। তিনি আরব ছিলেন। তার মাতৃভাষা ছিল আরবি। তিনি বলেছেন তার সুরা বাকারা শিখতে সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর।

আবু হুরায়রা (রা.) ছিলেন একজন আসহাবে সুফফার অধিবাসী। একজন হাদিস বর্ণনাকারী,তিনি সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা করেছেন।তিনি নিতান্তই গরিব ছিলেন।সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি সব সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে কাটাতেন।নবী (স.) এর বাণী সংগ্রহে তার ছিল খুব আগ্রহ। একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল

হাদিস শেখা ও সংগ্রহ করা।এ উদ্দেশ্যে তিনি সার্বক্ষণিক নবী (স.)এর সঙ্গে থাকতেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন'হে আল্লাহ আপনি আমাকে এমন ইলম দিন যা কখনো ভুলবো না।'

এমনই ছিলাম আমাদের সাহাবীগণ ইলমের প্রতি আঘাত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে তারা তা শিখতেন এবং আমল করতেন। আমরাও যেন সাহাবাদের আদর্শ অনুসরণ করতে পারি।

নারী সাহাবাদের ইলমের প্রতি আগ্রহ:

নারী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই ইসলাম শিক্ষাদানের ব্যাপারে নারীদের অধিক গুরুত্বারোপ করেন। নারীরা শিখবে দ্বীনে আকিদা, ইবাদাত আমল, স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার পরিচালনার জ্ঞান। ইসলাম নারীকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, নারীর কোন প্রশ্নের জবাবে আল্লাহতালা কোরআনে আয়াত নাজিল করেছেন। হযরত উম্মে সালামা রাঃ এর ঘটনা :তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু সালামের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, হিজরতের ব্যাপারে আল্লাহকে নারী নিয়ে তো কিছু বলতে শুনি না। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল করলেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِ نْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض.ٍ

অতএব, তাদের প্রতিপালক তাদের প্রতি জবাব দিয়েছেন যে, আমি তোমাদের নারী অথবা পুরুষ কোনো আমলকারীর আমলই নষ্ট করব না; তোমরা পরস্পর অভিন্ন। (সুরা আলে ইমরান,আয়াত :১৯৫)

নারী সাহাবাদের ইলম অর্জনের বিষয়ে কিছু দিক নির্দেশনা হলো:

ক) নারীর ইলম অর্জনে নবী (স.) এর উপদেশ :

সহি বুখারী গ্রন্থের অন্য এক ব্যাখ্যাকারক বাত্তাল (রহ.) বলেন,উক্ত হাদিসের মাঝে এ শিক্ষা ও রয়েছে যে,ইমাম বা শাসকের উপর রাজাদের খোঁজখবর নেওয়া এবং শিক্ষা-দীক্ষা ও উপদেশ প্রদান করা অপরিহার্য দায়িত্ব। এক্ষেত্রে নর নারী সমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মাঝে বলা হয়েছে ইমাম তার অধীনস্থদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল আর এখানে নরনারী শামিল রয়েছে।[১৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের পর নারীদের প্রতি সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, ইলম, আমল,দাওয়াত, তাবলীগ যাবতীয় বিষয় নারীকে আখ্যায়িত করেন পুরুষের সহধর হিসেবে। তাদের দ্বীনি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন।

তবে নারীদের শিক্ষা প্রধান চলতে একদম আলাদাভাবে। যেমন ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত নিম্নরূপ বাক্য এসেছে ثم أتى النساء (তারপর তিনি নারীদের কাছে এলেন) ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন, এ থেকে

বোঝা যাচ্ছে যে নারীরা এদের থেকে আলাদা ছিল তাদের সহ মজলিস ছিল না।[১৪]

খ)ইলমে অধিকার আদায়:

ইমাম বুখারি (রহ.) আবু সায়িদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,এক নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, পুরুষরাই আপনার সব হাদিস নিয়ে গেল! তাই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন; সেদিন আমরা আপনার কাছে জামায়েত হবো আর আপনি আপনার আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে আমাদের তালিম দিবেন।(আবু সায়িদ খুদরি) বলেন,তারপর তারা সমবেত হলো।তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে তার আল্লাহ প্রদত্ত ইলম থেকে তালিম দিলেন। উল্লেখ্য, অন্য বর্ণনায় 'পুরুষরাই আপনার সব হাদিস নিয়ে গেল' কথাটুকু স্থলে এসেছে এরূপ – 'পুরুষরা আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলেছে'।[১৫]

নারীরা যখন জানতে পারলো যে ইলম সাধনা প্রয়োজন, তখন থেকেই তাদের এর প্রতি উৎফুল্ল ও আগ্রহ বাড়তে থাকে। তারা শুধু শরিয়া ভিত্তিক অধিকারের জ্ঞানটুকু অর্জন করতেন তা নেয় তারা অনেক মাসআলা মাসায়েল এর ও সমাধান দিয়েছেন। অনেক হাদিস বর্ণনা করেছেন অনেক তাবে- তাবেঈন এবং সাহাবাদের কাছে হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন।

গ)সাধ্য অনুযায়ী ইলম সাধন :

নারী সাহাবীদের মধ্যে যার যতটুকু সাধ্য থাকত তারা সেভাবেই ইলম শিখার চেষ্টা করতে। কোরআন শিক্ষা, সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসয়ালা মাসায়েল,কোন বিধানের অস্পষ্টতা ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য তারা নবী (স.) কাছে ছুটে আসতেন।

ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাঃ এর আগ্রহ ভালবাসা ছিল ব্যাপক।

কাজি ইয়াজ রহ. বলেন, বাহ্য অবস্থা অনুযায়ী এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, তারা দুজনে হজরত আয়েশার মাথায় আর মাহরামের জন্য দৃষ্টিপাতযোগ্য দেহের উপরিভাগে পানি ঢালার দৃশ্য সরাসরি দেখেছিলেন। কারণ, (একজন তো তার

ভাই ছিলেন, আর অপরজন তথা) আবু সালামাও ছিলেন তার দুধভাই (হিসেবে মাহরাম পুরুষ); আয়েশার বোন উম্মে কুলসুম তাকে দুধ পান করিয়েছিলেন। আর দেহের নিম্নাংশের যেদিকে মাহরামের জন্য তাকানো বৈধ নয়, হজরত আয়েশা সে অংশটুকুপর্দা দ্বারা আড়াল করে দেন। অন্যথায় তারা যদি গোসল দেখতেই না পেলেন, তাই তাদের উপস্থিতিতে শুধু শুধু গোসল করার কোনো অর্থ থাকে না।[১৬]

ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন, আয়েশা রা.-এর কর্মের আলোকে হাতেকলমে শিক্ষাদান মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, হাতেকলমে শিক্ষা মনের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হতে পারে। আর তাদের দুজনের প্রশ্ন যেহেতু দ্ব্যর্থবোধক ছিল যে, তারা কি পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছে, নাকি পানির পরিমাণ সম্বন্ধে, তখন তাদের জন্য একইসাথে উভয় বিষয়ের উত্তর চলে এলে গোসলের পদ্ধতির উত্তর তো হলো, শুধু শরীরে পানি বইয়ে দেওয়াই যথেষ্ট অন্যদিকে পরিমাণের উত্তর হলো, এক সা পরিমাণ পানি হলেই পর্যাপ্ত হবে।[১৭]

ঘ)কয়েকজন আলেমা নারী সাহাবী: ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে, কিছু নারী সাহাবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা দ্বীনি ইলম শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিখেছেন। উম্মুল মুমিনিন আয়শা বিনতে আবু বক্কর সিদ্দিক রা. একজন মুহাদ্দিস মেধার মননের প্রতিভায় কোরআন, হাদিস,ফিকহ,আরব কাব্য ইত্যাদি বিষয়ে অতি জ্ঞান সম্পন্ন নারী। তিনি সর্বমোট ২২১০ টি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ১৭৪ টি হাদিস মুত্তাফাক আলাইহি তথা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।

উম্মুল মুমিনিন উম্মে সালামা (রা) :চিনেছিলেন হাফসা হিজরতকারী প্রথম মহিলা। তার মধ্যে ছিল জ্ঞান অর্জনের প্রবল আগ্রহ। তিনি নারী সজাতির জন্য প্রচুর প্রশ্ন করতেন তার সূত্র কিছু হাদিস বর্ণিত আছে। তার থেকে বর্ণিত মোট হাদিসের সংখ্যা ৩৭৮। তন্মধ্যে মুত্তাফাক আলাইহি হাদিস রয়েছে ১৩ টি।

শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ আদাবিয়া: তিনি ইসলামের প্রথম শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি ঝাড়ফুক রুকাইয়া শিখাতেন লেখা শিখাতেন, চিকিৎসক হিসেবে তার পরিচিতি ছিল।হযরত হাফসা (রা.) তা'আলা তার শিক্ষার্থী মাঝে অন্যতম।

মূলত নারী সাহাবীদের জ্ঞান অন্বেষণের এই এ আগ্রহ ও সাধনা ফলেই আমরা নবী যুগের হাদিস,সাহাবাদের ঘটনা জানতে পেরেছি। নারী সাহাবীদের ইলমের প্রতি এত অনুরাগ ও ভালোবাসার আদর্শ আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি। তবেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যমে এম অর্জন করে তা আমলে বাস্তবায়ন করতে পারব। ইনশাআল্লাহ

ওলামাদের ইলম তরবের চেষ্টা:

যুগ যুগ ধরে ইলম অন্বেষণে ইসলামি মনিষীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন।

প্রবাদে বহুল প্রচলিত একটি কথা আছে,

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك

তুমি তোমার সর্বস্ব বিলীন করলেই কেবল ইলম তোমাকে কিঞ্চিত প্রদান করবে। সালফে সালেহীন ওলামাদের ইলমের প্রতি চেষ্টা ও সাধনা ছিল অনন্য। তারা দিনের বেশিটা সময়ই সাধনায় ব্যয় করতেন। তাদের এই ইলম সাধনার পিছনে অসংখ্য ঘটনা ও স্মৃতি জড়িয়ে আছে তা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেও শেষ করা যাবে না। নিচে কয়েকটা খন্ড চিত্র তুলে ধরা হল :

ইমাম মুহম্মদ (রহ.) ইলম সাধনায় এক কালজয়ী সাধক। ইলম অর্জন করতে করতে তার কত যে রাত নির্ঘুম অতিবাহিত হতো তার শেষ নেই। গ্রীষ্ম কিংবা শীত কোন অবস্থাতেই তাকে এ হালত থেকে দমিয়ে রাখতে পরে নি, অত্যাধিক গরমে জামা খুলে ফেলতেন এবং চোখে ঘুম আসলে বারবার পানির ঝাপটা দিতেন এভাবেই রাতের পর রাত তিনি নির্ঘুম কাটিয়ে মাসআলা উৎসারন করতেন।

এভাবে রাত্রি জাগার কারণে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তার সাগরেদরা মাঝে মাঝে রাত্রে ঘুমিয়ে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলতেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন,

عيون المسلمين نامت على إعتمادي فكيف أنام

গোটা মুসলিম জাতি আমার উপর ভরসা করে ঘুমিয়ে আছে। আমি ঘুমাই কি করে?

আব্দুল মালেক ইবনে হাবিব আল আন্দুলুসি একজন একজন প্রখ্যাত আলেম ছিলেন। তার ছাত্র তার বিষয়ে বর্ণনা করেন এভাবে, ‘রাতের শেষ প্রহর পৃথিবী তখনও আবসা আঁধারে ঢাকা। ভোরের পাখিদের কুজনের মুখরিত হয়নি নতুন প্রভাত তবে পূর্ব আকাশে দিগন্ত রাখা শুভ্রতয় ঢালি ছড়িয়ে নতুন সূর্যোদয়ের জানান দিচ্ছে। কিছুটা চুপিসারে আমার প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ আব্দুল মালেকের গৃহ উপস্থিত হলাম। উদ্দেশ্য আর কিছু না ইলমের এই চলন্ত জাহাজ থেকে যৎসামান্য গ্রহণ করবো। গৃহে সামনে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। অনুমতি প্রদানান্তে ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি তার স্ব স্থানে বসে আছেন সামনে একটি পিদিম যেন দীর্ঘ পথ অতিক্রমা পাড়ি দিয়ে নিভু নিভু জ্বলছে,চারপাশে অনেকগুলো কিতাব খোলা। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে মুতাআলায় মগ্ন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে নিচ্ছল এক কাঠের প্রতিমা কিংবা পালকবিহীন বসে থাকা এক ছায়ামূর্তি,সে কিনা পৃথিবীর সব কিছু ভুলে নিবিড় চিত্তে গভীর মনোযোগে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। তাকে সালাম দিলাম।তিনি যেন নীরবময় জগৎ থেকে স্বরবে ফিরে এলেন।সুবহানাল্লাহ!এভাবেই অধ্যায়নরত অবস্থায় কত যে রাত নির্ঘুম কেটে গেছে,সেই হিসেবে হয়তো তার নিজেরও জানা নেই।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর শ্রদ্ধাভাজন ওস্তাদ নাম শায়খ আবু নজর। তিনি ইলম অর্জনে অনবদ্য সাধন করেন, টানা ৭০ বছর বিরামহীন ভাবে ফতোয়া প্রধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি রাতকে তিনভাগে ভাগ করতেন। একাংশ কুরআন তেলাওয়াত করতেন এক অংশ ঘুমাতেন আর একাংশ ফতুয়া লিখে কাটাতেন।

ওলামারা মৃত্যু লগ্নে ইলমের প্রতি অবিচল ছিলেন। সাধারণত মানুষরা মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে ভয় আতঙ্কে পড়ে থাকে। পূর্বসূরীগণ মৃত্যুর ঘনঘাটা হওয়ার পূর্ব পর্যন্তও ইলমের সাথেই পড়ে থাকতেন। তারা রাসূল সাঃ এর হাদিসের উপর আমল করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বাণী,

عَنْ عَمْرِو بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الإِسْلاَمَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً۔وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার কাছে মৃত্যু হাজির হয় আর সে দ্বীন জিন্দা করার জন্য ইলম হাসিল করে তবে তার এবং জান্নাতের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে একটি মাত্র দরজা।[১৮]

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল –

إلى متى تطلب العلم ؟ قال : من المحبرة إلى المقبرة.

‘কতদিন পর্যন্ত মানুষ ইলম হাসিল করবে? জবাবে তিনি বললেন সিন্দুক থেকে কবর পর্যন্ত।’

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তার এক সাগরেদ ইমামের মৃত্যু সহজে হাজির হলেন। তখনো তিনি তার সাথে ইলমের বিষয়ে মুআলহ করছিলে।

একটু পরেই যখন সাগরেদ বিদায় নিয়ে বাড়ির জন্য রওনা হন, তখন ঘরের মূল ফটো থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পান। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও তাদের ছিল ইলমের প্রতি আকুলতা।

তাছাড়া আরো বেশ কয়েকজন ওলামায়ে মৃত্যুশয্যায় ইলমের আগ্রহের ঘটনা রয়েছে। আবু যুরআ রাযী (রহ.) এর হাদিস বর্ণনা, আবু জাফর তবারী (রহ.) এর মৃত্যুকালে একজন জৈনিক ব্যক্তি তার কাছে একটি দোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন,

يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت.

জবাবে তিনি সহীফা তলব করলেন এবং লিখে দিলেন। তাকে বলা হলো, এই সময় ইলমচর্চা। তখন তিনি বললেন,

ينبغي للإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى يموت

‘মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, মৃত্যুক্ষনে ও ইলম অন্বেষণের কোন সুযোগ হাতছাড়া না করা।’[আল জালিসুস সালেহা :৩/২২২]

আবূ রায়হান মুহাম্মদ ইবন আহমাদ খারেজমী (রহ.) মৃত্যুশয্যায় ফকীহ ওয়ালওয়ালেজী (রহ.) এর নিকট, নানীর মীরাসের মাসআলা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন এই নাযুক সময়েও মাসআলা? খারেজী (রহ.) জবাবে বললেন,

يا هذا ! أُودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة ألا يكون خيرًا من أن أُخليها وأنا جاهل بها

হে ব্যক্তি! একটি মাসআলা সম্পর্কে অবগত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া ওই মাসাআলা সম্পর্কে জাহেল থেকে বিদায় নেওয়ার চেয়েও উত্তম নয় কি?

তাছাড়া, মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশারদগণ নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কষ্ট গ্লানি সহ্য করে, নিরন্তর প্রচেষ্টা মাধ্যমে সময়ের যথাপোযুক্ত ব্যবহার সাধনের মাধ্যমে

ইলম হাসিল করতেন। উনাদের এই অনবদ্য সংগ্রামের কারণে আমরা ইসলামের ইতিহাস ও হাদিস ও তার খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানতে সক্ষম হচ্ছি।

ইলম অর্জনের পদ্ধতি:

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমান সময়ে অনেক জেনারেলে পড়া যুবক-যুবতীদের দ্বীনি ইলম অন্বেষণের প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু সঠিকভাবে ইলম অর্জনের পদ্ধতি জানা না থাকায় অনেকেই মাঝ পথে ঝরে যায়। আমরা ইলম অর্জনের অনেক গুরুত্ব ফজিলত সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু এই ইলম কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে অর্জন করতে হবে এবং তা আমাদের জন্য স্থায়ীভাবে অর্থবহ হবে, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে এখন আমরা জানবো ইনশাল্লাহ....

রাসূল সাঃ বলেছেন,

"طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ".

'দ্বীনি ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।'(সুনানে ইবনে মাজাহ:২২৪)

যেমন, শরীয়তের ফরজ কাজ গুলো করতে হলে তার বিধান ও নিয়ম কানন সম্পর্কে জানা আবশ্যক। নামাজ পড়তে হলে অজু করতে হবে এবং ওযু কিভাবে করা যায় নামাজ কিভাবে পড়তে হয় এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। তাছাড়া কেউ যদি ব্যবসা-বাণিজ্য করে থাকে,তবে তাকে ব্যবসা-বাণিজ্যের শরীয়ত সম্মত মাসয়ালা মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। নিম্নে জ্ঞান অর্জনের পথগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক)অভিজ্ঞ উস্তাদের সহায়তা:

একজন তালেবে ইলমের জন্য কোন হক্কানী আলেম বা মাদ্রাসার উস্তাদ এর কাছে গিয়ে ইলম শিক্ষা করা উচিত। ওস্তাদ যেন দ্বীনি বিষয় সম্পর্কে পারদর্শী অভিজ্ঞ হন। ইলম শিক্ষার জন্য আলেমদের শরণাপন্ন হওয়ার কথা কুরআনে হয়েছে ইরশাদ হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অতএব জ্ঞানীদেরকে(আলেমদের) জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে।(সূরা নাহল,আয়াত: ৪৩)

আমলহীন প্রসিদ্ধ লোকদের কাছ থেকে ইলম হাসিল করা যাবে না। হকপন্থী আলিম বা উস্তাদ যদি দ্বীনি ইলমে যোগ্য হয় তবে তার বংশমর্যাদা বিবেচনা করা যাবে না।

বিশিষ্ট ফকীহ শাতেবী (রহ.) তাঁর 'আল মুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন-

قالُوا إنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে।পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে।[১৯]

হযরত আবু দারদা রাঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন –

مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ وَجُهَالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ ؟ تعلموا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ

হায়! তোমাদের আলিমগণ বিদায় নিচ্ছেন কিন্তু তোমাদের বে-ইলম শ্রেণি ইলম অর্জন করছে না। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার আগেই ইলম হাসিল কর। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ আলিমদের প্রস্থান। -(আদ দারেমী ২৫১)

খ)দ্বীনের মৌলিক ও ফরজ বিষয় সম্পর্কে জানা: সাধারণ তলেবাদের জন্য, প্রথমত দিনের মৌলিক বিষয়সমূহ, যেমন- ঈমান, আকিদা বিশ্বাস, নবী-রাসূল ফেরেশতা,আসমানী কিতাব,পরকাল, ফরয বিষয়সসমূহ: নামায, রোজা,যাকাত, হারাম- হালাল ইত্যাদি। একজন মুসলিম ব্যক্তির জীবনে এসব মৌলিক বিষয়গুলোর উপর প্রতিদিনই অতিবাহিত হতে হয়। তাই এই বিষয়গুলো শরীয়ত সম্মতভাবে জেনে আমল করা উচিত।

গ)হক্কানী ওলামাদের বই-পুস্তক পাঠ :

উস্তাদের সহবতে থাকার পাশাপাশি, আলেম ওলামাদের বই পুস্তক পাঠ করে ইলম অর্জন করা যেতে পারে তবে সে ক্ষেত্রে কোন বিষয় অস্পষ্ট থাকলে ওলামাদের জিজ্ঞেস করে নেয়া উচিত। এক্ষেত্রে জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ ও সাবলীল বইগুলো আগে পড়া উচিত। পাশাপাশি সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখাও হেফজ করা চাই। উস্তাদ ও বই পুস্তকের

মাধ্যমে আমরা যা শিখব পরস্পর তালেবানদের এর মধ্যে পর্যালোচনা করা উচিত তবে ইলম স্থায়ী বা পাকাপোক্ত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্য হযরত আলকামা রা.তার ছাত্রদের বলতেন.

‘তোমরা নিজেদের মধ্যে ইলমের চর্চা আলোচনা কর। তাহলেই ইলম জীবন্ত থাকবে।’

মূলত ইলম হাসিল করতে হবে নিজে শিখে অন্যকে শিক্ষা দানের মাধ্যমে । এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম বলেছেন,

إِنّماَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে।- (সহি বুখারী ১/২৪)

ঘ)বক্তৃতা ও উপদেশ শোনার মাধ্যমে:

বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে ইউটিউব থেকে খুব সহজেই উপদেশ ও বক্তৃতা শুনতে পারি। কিংবা কোন দ্বীনি মজলিসে উপস্থিত হয়ে। তবে এসব ক্ষেত্রেও আমাদেরকে দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন হকপন্থী আলেম ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উপদেশ ও বক্তিতা শ্রবণ করা উচিত। যেসব উপদেশ আমরা শুনবো তা লিখে রাখা এবং চর্চা করার মাধ্যমে প্রত্যহিক জীবনে আমল করলে তা স্থায়ী হবে মনন-মস্তিষ্কে।

ঙ)চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করা:

দিনের বিষয়ে যে সব বিষয়গুলো শিক্ষার্জন করে থাকি, তা নিয়ে আমাদের চিন্তা গবেষণা করা উচিত। ইলমে সর্বপ্রধান উৎস হলো, ‘কোরআনে কারিম’,তারপর সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর হাদিস, তারপর দলিল প্রমাণাদির ভিত্তিতে ইজমা-কিয়াস। আল্লাহ তা’য়ালা কোরআনের অসংখ্য আয়াতে, আল্লাহর নিদর্শন সৃষ্টি ও নবী রাসূলের ঘটনা থেকে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন।যেমন আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?(সূরা মুহাম্মদ, আয়াত:২৪)

আরো বলেন,

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।(সূরা হাশর, আয়াত:২১)

মূলত চিন্তাভাবনার মাধ্যমে আমাদের ঐ বিষয়ের প্রতি জ্ঞানের প্রসারতা বাড়ে, এবং বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে অনুধাবন করা যায়।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে দ্বীনের ইলম অর্জন করে তার ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

তালেবে ইলমের পথনির্দেশনা:

যারা ইলম অন্বেষণ করে বা শিখে তাদেরকে তালেবে ইলম বলে। ইলম আল্লাহ তায়ালার এক মহান অনুগ্রহ। আল্লাহর এই দামি নেয়ামত হৃদয় ধারণ করার জন্য প্রত্যেক তালেবে ইলমকে কিছু পথ নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক। নিম্মে সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক)বিশুদ্ধ নিয়ত :

সকল কাজের মূল উদ্দেশ্যই হলো তার নিয়ত অর্থাৎ কি উদ্দেশ্যে তা আমি করছি। নিয়ত ছাড়া যেকোনো কাজই বৃথা। সুতরাং কোন কাজ করার পূর্বে অবশ্যই আমাদের এই নিয়ত করতে হবে যে,আমরা এ কাজ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করছি,আল্লাহ তা'য়ালার দ্বীন কে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, নিজের অন্তরকে দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য,হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য, ইসলামের প্রকৃত সত্যকে দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ত পরিশুদ্ধ করার তাগিদ দিয়েছেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

নিশ্চয়ই সকল কর্ম নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী :০১)

ইলম হল আল্লাহর নূর। এটা একটা ইবাদত। সুতরাং ইলম অর্জন করতে হলে দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যের জন্য নিয়ত করা যাবে না তাহলে তা উত্তম কে ছেড়ে অনুত্তম কে গ্রহণ করার সামিল হবে। তাই দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য বা ভোগের জন্য আল্লাহর এই মূল্যবান নেয়ামতকে বিক্রি করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোঁকা না দেয়।এটা হলো সামান্য ফায়দা-এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।(সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৯৬,১৯৭)

রাসূল সাঃ বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ .عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . يَعْنِي رِيحَهَا

অর্থ: হযরত আনাছ রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করল যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। কিন্তু সে ইলম শিক্ষা করছে দুনিয়া কামানোর জন্য কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[২০]

নিজের সুনাম খ্যাতি অর্জনের জন্য ইলম অর্জন করা যাবে না। কিংবা লোকে আমাকে জানবে, সম্মান করবে,আমার সুখ্যাতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে এই উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা যাবে না। এভাবে দুনিয়া তে পেয়ে যাবেন, তবে আখেরাত বরবাদ ও বেনেয়ামতি হয়ে যাবে। তবে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হয় তবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়েই পাওয়া যায়।

খ)সময়কে মূল্যায়ন:

সময়ের সঠিক ব্যবহার করা। এখানে সময় বলতে দুইটা দিকেই বুঝানো যায় একটা হলো বয়সের দিক থেকে আমি কোন সময়টাতে ইলম অর্জন করবো, আন্যটা হলো যে প্রত্যাহিক রুটিনের সময়কে গুরুত্ব দেওয়া। সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ একবার চলে গেলে তার ফিরে আসে না। তালেবে ইলমদের সময়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তা অনর্থক কাথা কাজে শেষ হয়ে না যায়।

তারুণ্যের বয়সে ইলম অর্জন করতে হবে। এ সময় সক্ষমতা মনের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতা অনেকটা শক্তিশালী ও সক্ষম থাকে। তাই এ সময়টাই ইলমের জন্য শ্রেষ্ঠ সময়। প্রবাদে আছে,

العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك .

‘তুমি তোমার সর্বোচ্চ অংশ না দিলে ইলম তোমাকে কিছুই দান করবে না।

সময় আতি মূল্যবান সম্পদ,

প্রতিদিনের কাজগুলোকে যদি আমরা রুটিন অনুযায়ী অথবা to do list করে করতে পারি তাহলে ইলমের ক্ষেত্রে তা বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। তাই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন,হিফয এর জন্য রাতের শেষ প্রহার,গবেষণার জন্য ভোর, লেখালেখির জন্য দিনের মধ্যভাগ এবং মুতাআলা-মুজাকারার জন্য রাত সর্বোত্তম।

গ)গুনাহে মাধ্যম পরিহার:

ইলম আল্লাহর নূর। গুনাহগারের অন্তরে আল্লাহ তা’য়ালা ইলম প্রবেশ করান না।প্রবেশ হলেও তবে তা বেশিদিন স্থায়ী থাকে না। তাই তালেবে ইলমের আত্মিক ও বাহ্যিক সকল প্রকার গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।হিংসা-বিদ্বেষ, চুগলখুরি ধোকা-প্রতারণা,গীবত, পরনিন্দা, বদ মেজাজ ইত্যাদি পাপ থেকে মুক্ত থাকা। যেসব উপকরণ বা মাধ্যমের মাধ্যমে মানুষের গুনাহের পথ সহজ হয়ে যায় ওইসব উপকরণ বা মাধ্যম এড়িয়ে চলা। জমিনের বুকে ফুল ফল ফসলাদি জমিনকে যেমন সজীব ও প্রাণবন্ত করে, তেমনি গুনাহ মুক্ত জীবন কালবকে পরিশুদ্ধ করে।

হাদিসে এরশাদ হয়েছে,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

দেহে একটি গোস্তপিণ্ড আছে। যদি সেই গোস্তপিণ্ড ঠিক হয়ে যায় তবে সারা দেহ ঠিক থাকে। আর যদি সেটা ফাসেদ হয় তবে গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে সেই গোস্তপিণ্ড হচ্ছে কলব। (মুসলিম: হা নং ১৫৯৯)

আল্লাহ তায়ালা মানুষের কলব বা হৃদয়কে নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধভাবেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ গুনাহ করতে করতে এই কলব কে কলুষিত করে ফেলে। ফলে তা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ইলম(নূর) কলবের স্থায়ী থাকতে পারে না।

সালহ (রহ.) বলেন,

حرام على قلب أن يدخله نور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل

ঐ কলবের ভেতর ইলমের নুর প্রবেশ করানো হারাম,যে কলবে আল্লাহ তায়ালার অপছন্দনীয় কিছু বিদ্যমান থাকে।

ঘ)কঠোর প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা শক্তির দৃঢ়তা :

তালেবে ইলমদের সর্বদা মনে রাখতে হবে ইলম হলো আল্লাহর দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বড় নেয়ামত। যা আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলগণ আগমন হয়েছে সবাইকে এই ইলমের মাধ্যমেই সম্মানিত করেছেন।

তাই এই ইলম অর্জনের জন্য অনীহা বা অলসতা করা যাবে না মনের মধ্যে দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ইলম অর্জন করতে হবে।

হাদিসে এসেছে,

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

জ্ঞানীরা হলেন নবীদের উত্তরসুরি। নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম মীরাসরূপে রেখে যান না; তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যান শুধু ইলম। সুতরাং যে ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে।[২১]

দ্বীনের ইলম অর্জন করতে চাইলে দুনিয়াবী নানা প্রতিকূলতা সামনে এসে ভর করে,এমনকি শয়তান ওৎপেতে থাকে ইলম থেকে বিচ্যুত করার জন্য। পূরবর্তী সালফে সালেহীনরা যেভাবে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যাবসায় ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ইলম সাধন করেছেন, সেভাবেই তালেবে ইলমদের তাদের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত।

ঙ)পরিমিত ঘুম ও আহার :

অধিক ঘুম ও অধিক আহার কোনটাই শরীরের জন্য উত্তম নয়। ক্ষুধার চাইতে অত্যাধিক আহার করলে বা ঘনঘন আহার করলে অন্তরের উদ্দীপনা ও সতেজতা নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি অধিক আহার করেও ইলম অর্জন করতে চায় সে মূলত ব্যস্ততার সাথেই লড়াই করে যায়। তাই শরীর ও মনের সুস্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও পরিমিত ঘুম আবশ্যক। হাদিসে বলা হয়েছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا مَلأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حسَبُ ابْنَ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

'মানবসন্তানের পেট পূর্ণ করার চেয়ে অন্য কোনো পাত্র পূর্ণ করা এত নিকৃষ্ট নয়। তার জন্য তো মেরুদণ্ড সোজা রাখার জন্য কয়েকটি লোকমাই যথেষ্ট। আর যদি তাতে না হয় তবে কেন সে পেটের একভাগ খাবার, একভাগ পানি এবং একভাগ তার নিজের জন্য বরাদ্দ করে না?[২২]

পর্যাপ্ত ঘুম ও পরিমিত আহারের পাশাপাশি অবসর সময় গুলোতে বৈধ বিনোদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খেলাধুলা, হাসি কৌতুক ঠাট্টা মশকরা করা। এতে অন্তর, জেহেন ও দৃষ্টিতে সতেজতা ও কর্ম চাঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম খুব বেশি বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়িতে নেই সর্ব বিষয়ে মাধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। তাই তালেবে ইলমদের শরীরের সুস্থতার জন্য পর্যাপ্ত খাবার পরিমিত আহার এবং হালাল বিনোদনকে ইলম অন্বেষণের সহায়ক হিসেবে রাখা উচিত।

ইলম সম্পর্কে কিছু নসিহা:

ইলম অনেক মূল্যবান জিনিস। তাই এর পরিচর্যা করতে হয় অনেক সযত্নে। পূর্ববর্তী সালাফরা তাদের শিষ্যকে বিভিন্ন সময়ে উপদেশ দিয়েছেন। তা থেকে কিছু নিচে বর্ণনা করা হলো:

*হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. তাঁর শিষ্য ও পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন- হে বাৎস তিন উদ্দেশ্যে ইলম হাছিল করোনা,রিয়ার উদ্দেশ্যে, তর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং গর্ব করার উদ্দেশ্যে। আর তিন কারনে ইলম ছেড়ো না,মূর্খতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে ইলমের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে এবং শেখার বিষয়ে লজ্জার কারণে।

*হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর আপন ছাত্র শিষ্যের প্রতি উপদেশ, তোমরা ইলমের ঝর্ণাধারা হও এবং হেদায়েতের প্রদীপ হও...

*প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রা. এর একটি দীর্ঘ নসিহতের অংশ-হে বৎস, ঈমানের দাবীগুলো পূর্ণ করো, অর্থাৎ প্রচন্ড গরমে রোযা রাখো, তলোয়ার হাতে দুশমনের মোকাবেলা কর আর গুনাহের বিষয়ে সংযম অবলম্বন কর।

*হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর শিষ্য হযরত আলকামা রা. তাঁর ছাত্রদের বলতেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে ইলমের চর্চা আলোচনা কর। তাহলেই ইলম জীবন্ত হবে।

*ইমাম আবু হানিফা রহ. নসিহা:

সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে.), মানুষের আমানতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ কামনা করবে।

কারো সাক্ষাতে সালাম দিবে, নম্র ও বিনয়ের সাথে কথা বলবে, নেককার লোকদের মহব্বত করবে এবং মন্দ শ্রেণী লোকদের সাথে নম্র আচরণ করবে যেন তার দ্বারা তোমার কোন অনিষ্ট না হয়।

বিশেষ পাঁচটি হাদিসের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, ‘প্রত্যেক আমল নিয়তের উপর নির্ভর করে। মানুষ যেমন নিয়ত করে ফল তেমনি ভোগ করে। অর্থাৎ সাওয়াব ও আযাব নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট।আমল যদি খালেস ভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় তাহলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। আর আমল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হলে আজাবের কারণ হবে।

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه

অর্থ- তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যের জন্য ঐ জিনিস পছন্দ করে যা নিজের জন্য পছন্দ করে।

ان الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثي من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الا! وان لكل ملك حسن الا وإن حى الله محارمه الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب

অর্থ- নিশ্চয় হালাল বস্তু সমূহ সুস্পষ্ট এবং হারাম বস্তু সমূহ ও স্পষ্ট উভয়ের মাঝে অনেক সন্দেহযুক্ত বস্তু রয়েছে অথচ এ সম্পর্কে অনেক লোক অজ্ঞ। এতএব যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বস্তু থেকে বিরত থাকলো সে তার ঈমান ও আমল সংরক্ষণ করলো। আর যে ব্যক্তি সন্দেহ যুক্ত বস্তুতে লিপ্ত হলো সে অচিরেই হারামে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন রাখাল যদি শস্য ক্ষেতের পাশে মেষ চড়ায় তবে তা শস্য ক্ষেতে মুখ দিবে। সাবধান। প্রত্যেক বাদশার জন্য রয়েছে নিজস্ব আইনের আওতাধীন সংরক্ষিত এলাকা। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, সে অভিশাপ ও ধ্বংসে পতিত হবে। জেনে রাখ, নিশ্চয় শরীরের মধ্যে এক টুকরা গোস্ত রয়েছে

যদি তা সুস্থ থাকে, পুরো শরীরটাই সুস্থ থাকবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হয় তখন সমস্ত শরীর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। মনে রেখ, তা হলো ক্বলব।(বুখারী)

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

প্রকৃত মুসলমান সে যার হাত ও মুখ হতে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে।

ইলম শূন্যতার ভয়াবহতা:

ইলমের সৌন্দর্য তখনই প্রস্ফুটিত হয়,যখন ইলম অর্জনের পরে সে অনুযায়ী আমল করা হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দি যত মানুষেরা সম্মানিত হয়েছেন তা এই ইলমের মাধ্যমেই।বান্দার প্রতি আল্লাহর এই বিশেষ অনুগ্রহের নেয়ামত যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করে ইলম অর্জন করে সে অনুযায়ী আমল করা একজন মুমিনের আবশ্যক বিষয়। জ্ঞানের আলো যখন জীবনকে আলোকিত করতে ব্যর্থ হয়,তখন তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

ক)ইলম অর্জন করে আমল না করার পরিণতি:

যারা ইলম অর্জন করে তা অনুসারে আমল করে না। অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা সে আল্লাহকে অনুগত করার কথা বলে,আমলের অভাবে সেই জ্ঞানী তাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র বানায়।আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?

তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।(সূরা আছ-ছফ, আয়াত:২-৩)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভূলে যাও, অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না?(সূরা বাকারা,আয়াত:৪৪)

যখন মানুষ কথা ও কাজের সাথে মিল রাখে না তখন তাদেরকে মিথ্যুক ও ওয়াদা ভঙ্গকারী সাব্যস্ত করা হয় ।

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيَ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَصُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نارٍ ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمْتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِه

'মে'রাজের রাতে আমি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হে জিবরীল! এরা কারা?' তিনি উত্তর দিলেন, 'এরা আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা, যারা এমন কথা বলত যা তারা নিজেরা করত না। তারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করত, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করত না'।

খ)আলেমদের মূল্যায়ন হ্রাস পায়:

আলেমরা হল জ্ঞানের ভান্ডার, তাদের কথায় শ্রোতারা আমল করার উৎসাহ পায়। কিন্তু এ আলেমই যখন তার শ্রুতি মধুর কথা গুলো নিজের আমলে কার্যকর করে না। তখন শ্রোতাদের কাছে তার শ্রুতিমধুর বক্তব্য স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না। বর্তমান সময়ে অনলাইনে বিভিন্ন প্লাটফর্মে অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শোনা যায়। বক্তার উপস্থাপনা ভাষার মাধুর্যতা তার শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন জানতে পারে এই বক্তার কথাগুলো সাথে তার বাস্তব জীবনের কোন মিল নেই। অর্থাৎ যা তিনি শিক্ষা অর্জন করেছেন সেভাবে আমল করেননি। তখন শ্রোতাদের সেই কথাগুলো অন্তরে প্রত্যাখ্যাত হয়। রাসূল (সা.) বলেন,'যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজেকে ভুলে যায় এর উদাহরণ হল সেই প্রদীপের মত অন্যকে আলো দেয় কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে।'(ছহীহুত তারগীব,হা/১৩১)

গ)অন্তরে ইলম স্থায়ী হয় না:

ইলম শেখার পরে তা যদি চর্চা করা না হয়,তবে তা বেশিদিন অন্তরে স্থায়ী থাকে না। মানুষের মস্তিষ্ক তার ধীরে ধীরে ভুলতে থাকে। ইলম কোন বস্তু নয়, যে তা একবার অর্জন করতে পারলে বাক্সবন্দী করে রাখা যাবে। এটি একটি জীবন্ত সত্তা, যার প্রাণ হলো আমল করার মাধ্যমে। আমরা যখন সকাল সন্ধ্যার

হেফাজতের আমলগুলো নিয়মিত না করি তাহলে একসময় দেখা যাবে তা আমরা সব ভুলে গিয়েছি।

আবার কোন কোন সময় দেখা যায় ইলমকে আমলে পরিণত না করার কারণে বারাকাহ নষ্ট হয়ে যায়।জ্ঞান মাথায় থাকে ঠিকই, কিন্তু তা অনুযায়ী আমল করার সকল ইচ্ছা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

ঘ)সহজে পথভ্রষ্ট হতে পারে:

শরীয়তের বিষয় যার ইলম থাকে না সে সঠিকভাবে আমল করতে পারে না ফলে সহজেই পথভ্রষ্ট হতে পারে। আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া ইলম হলো অন্তরের জ্যোতি। সঠিক ইলমের মাধ্যমে আমল কারো জন্য একটি পথ নির্দেশনা বা গাইডলাইন দরকার । অর্থাৎ সে যদি তার কর্মে পথনির্দেশনা অনুযায়ী না চলে, তাহলে অবশ্যই নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। তখন সে হবে পথহারা, পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা জুম'আ, আয়াত:৫)

এই আয়াত ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল করেছেন, কিন্তু বর্তমান সমাজের চিত্রা অনেকটা এরকমই। গাধা যেমন বইয়ের বোঝা বহন করতে পারে কিন্তু বইয়ের ভেতরে কি আছে তা বুঝতে পারেনা, বর্তমান সময়ের আমলহীন জ্ঞানীরাও ঠিক সেই রকম জ্ঞানের ভান্ডার বহন করে। কিন্তু তা হৃদয়ে প্রবেশ করাতে পারে না।

চ)ইলমের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে যায় :

আমরা যা জ্ঞান অর্জন করি দ্বীনি বিষয় শিখার জন্য তা যদি এই অনুযায়ী আমল না করি তাহলে তার স্বাদ আমরা বুঝতে পারবো না। ধরুন কোন ব্যক্তি অজুর মাসলা মাসায়েল গুলো সুন্দর ভাবে লিখলো, মুখস্ত করলো, কিন্তু সে অনুযায়ী ওযু করল না। তাহলে তার মধ্যে কি ওযু করার যে আত্মিক পবিত্রতা সেটা উপলব্ধি হবে!

ইলম শেখা বা ইলম শেখার পর সে অনুযায়ী আমল না করার ফলে আরো বহু ক্ষতি রয়েছে, ইলমে নুর নিভে যায়, ইলম সাক্ষীদাতা হবে কেয়ামতের দিন, আক্ষেপ অনুতাপ বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহর কঠিন শাস্তি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ،ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ

ক্বিয়ামতের দিন যার বিরুদ্ধে বিচারের প্রথম রায় ঘোষিত হবে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল) সেই ব্যক্তি সে ইলম অর্জন করেছিল ও অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআন পড়েছিল। তাকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে যত নে'মত দিয়েছিলেন তা অবহিত করবেন। সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, এসব নে'মত পেয়ে তুমি কী করেছিলে? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছিলাম, অন্যদের তা শিখিয়েছিলাম এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলাম। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং (জনগণের মাঝে) আলেম বা বিদ্বান বলে আখ্যায়িত হবে সেজন্য বিদ্যা শিখেছিলে এবং ক্বারী বলে পরিচিত হবে সেজন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছিলে। তোমাকে তো সেসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে অধোমুখী করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'[২৪]

ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ:

ইলম একটি বড় নেয়ামত,যা বান্দা কে শুধু সম্মানিতই করে। অনেক মাদ্রাসার ছাত্র দ্বীনি ইলৃ অর্জন করতে গিয়ে মাঝপথে ঝরে পড়ে। আবার বর্তমানে অনেক জেনারেল পড়ুয়া অনলাইন মাদ্রাসায় দ্বীনি ইলম শেখার জন্য ভর্তি হয়ে মাঝপথে তারাও ঝরে যায়। ইলম থেকে ঝরে যাওয়ার কিছু কারণ নিচে দেওয়া হল:

ক)হারাম থেকে বেঁচে না থাকা:

অন্যান্য বিষয়ে থেকে তালিবে ইলম হারামের প্রতি

একেবারেই বেখেয়াল। তাদেরকে যারা ভরণপোষণ করে থাকেন,তাদের অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মাসআলা-মাসায়েল জানা ছাড়ায় বাণিজ্য করছে।কোন কারবার হারাম কোন কারবার হালাল তা তাদের জানা নেই। আহরহ সুদ খাচ্ছে নিচ্ছে-দিচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।(সূরা আলে ইমরান, আয়াত:১৩০)

হারাম খেলে-পরলে ইলম থেকে মহরুম হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদের সাথে সম্পৃক্ত চার প্রকারের লোককে সমভাবে দোষী সাব্যস্ত করেন।

জাবির ও আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্‌উদ্ (রা.) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ.

‘‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা’নত (অভিসম্পাত) করেন সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট চার ব্যক্তিকে। তারা হচ্ছে: সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সুদের সাক্ষীদ্বয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: তারা সবাই সমপর্যায়ের দোষী’’।

(মুসলিম ১৫৯৮; তিরমিযী ১২০৬)

খ)দৃষ্টির হেফাজত:

চোখের দৃষ্টিকে হেফাজত করতে হবে। চোখ দ্বারা আমরা ইলমের নূরকে দেখি। এবং তা জেহনে আত্মস্থ করি। দৃষ্টি হেফাজত না করার কারণে আমাদের অনেক গুনা হয়ে যায়। যার কারণে অন্তর মরে যায় তখন ইলম থেকে আগ্রহ চলে যায়। ইলমকে অন্তরে ধারণ করতে হলে অবশ্যই গুনাহ মুক্ত জীবন গড়তে হবে।কারণ এটা আল্লাহর নূর,যে অন্তরে গুনাহ থাকে সেখানে আল্লাহর নূর থাকতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দৃষ্টির হেফাজত করে গুনাহমুক্ত জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন।আমিন

গ)উস্তাদের সাথে বেয়াদবি:

বর্তমান সময়ে ইলমের অধঃপতনের আরেকটি বিষয় হলো, ওস্তাদ কে সম্মান না করা। অথচ উস্তাদকে সম্মান ও মর্যাদার না করলে এবং ওস্তাদের দোয়া না থাকলে ইলমে বরকত সম্ভব না।যুগের অনেকেই ইলমের অধঃপতন উস্তাদকে অসম্মান করার কারণেই হয়েছে। উস্তাদের হক সম্পর্কিত কিছু ত্রুটি যা ইলম থেকে মহরমের কারণ:

ক. উস্তাদকে সম্মান না করা।

খ. পথে-ঘাটে কোথাও দেখা হলে সালাম না দেওয়া ।

গ.ভালোবাসার কমতি থাকা।

ঘ.মিথ্যা বলা, ধোঁকাবাজি করা।

ঙ.উস্তাদকে পুরোপুরি অনুগত না করা।

চ.ওস্তাদের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে অথবা পিঠ করে বসা।

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ ، وَتَعَلَّمُوا لِلْعِلْمِ السَّكِينَةَ ، وَالْوَقَارَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْه

ইলম হাসিল করো এবং ইলম হাসিল করার জন্য গাম্ভীর্য শিক্ষা করো। আর যার কাছ থেকে ইলম হাসিল কর, তার প্রতি বিনয়ী ও শ্রদ্ধাশীল হও।' [মু'জামুল আওসাত: ৬১৮৪,]

ঘ) হিংসা ও অহংকার করা:

অন্যের উপর আল্লাহতালা যে নিয়ামত দেয় তাকে অপছন্দ করার নামই হিংসা। অর্থাৎ অন্যের নিয়ামতকে অপছন্দ করা ও তার ক্ষতি চাওয়াকে হিংসা বলে।হিংসা মানুষের সৎ আমলগুলোকে খেয়ে ফেলে আগুন লাকড়িকে যেভাবে খেয়ে ফেলে।আল্লাহ তা'য়ালা কোন ব্যক্তিকে যে নিয়ামত দান করেন যেমন-

মেধা, সম্পদ, সন্তান ইত্যাদ।এসব বিষয় নিয়ে হিংসুক যদি হিংসা করে তবে আল্লাহর ফায়সালার বিরোধিতা করার মতই হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে।(মুসলিম: ৪৫,সহীহ বুখারী:১৩)

অহংকার একটি নিকৃষ্ট আত্মার রোগ। অহংকারে মানুষের পতন অতি দ্রুত হয়। আল্লাহ তাআলা অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ. لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِين.َ

আমাদের ইলাহ একক ইলাহ। অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।(সূরা নাহল, আয়াত:২২-২৩)

ইবলিশ অহংকার করার কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।(সূরা বাকারা আয়াত ৩৪)

হযরত তানভী রহঃ বলেন, 'অহংকার শূন্য অজ্ঞতা অহংকার যুক্ত ইল থেকে উত্তম।'

তাই তালেবের ইলমদের অহংকার মুক্ত হতে হবে। অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন বিশেষজ্ঞ দ্বীনদার আলেমের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন।

ইলমের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার উপায়:

আল্লাহতালা মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করেছেন ইলম দ্বারা। ইলমের কারণেই মানুষ চতুষ্পদ জন্তু থেকে আলাদা। ইলমকে অক্ষুন্ন রাখতে আমাদেরকে প্রার্থীর জীবনের লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহতালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তা হাসিল করতে হবে।আর ইলমের সন্মান ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে কোরআন ও হাদিসের আলোকে আমল করতে হবে। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) পর্যন্ত যত নবী রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন উনাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালা হিকমাও জ্ঞান দান করেছেন এবং করেছেন সম্মানিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশী গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।(সুরা নিসা,আয়াত:১১৩)

ইলমকে সম্মানিত করার কিছু বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো:

ক)নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা:

অর্থাৎ আমরা ইলম শিখব শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

খ)যাদের (আলেম-ওলামা দ্বীনি জ্ঞান বিশেষজ্ঞ) কাছে ইলম শিখব তাদেরকে সম্মান মর্যাদা দেব।কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে তাদের কাছে জিজ্ঞেস করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।(সূরা আলে-ইমরান,আয়াত:১৮)

গ)হালাল-হারাম সম্পর্কে অবগত হওয়া। সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা হারাম পরিবেশ,

হারাম খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি।

ঘ)আলেমদের সহবতে থাকা, সরাসরি তাদের দারোসে অংশগ্রহণ করা।

ঙ)সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। গুনা অন্তরকে কলুষিত করে থাকে। গুনাহগারের অন্তরে ইলমের নুর প্রবেশ করে না।

চ)ইলম শিখে নিজে প্রথমে আমল করা অন্যেক শিক্ষা দেওয়া।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النبيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

হযরত উসমান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো ঐ ব্যক্তি যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী শরীফ হা নং ৫০২৭)

ছ)অহংকার পরিহার করা। অহংকার ইলম কে খেয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা অহংকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। অহংকারী ব্যক্তি শুধুমাত্র দুনিয়া স্বার্থে ইলম হাসিল করে নিজেকে মানুষের কাছে সম্মানিত করতে। তার মধ্যে পরকালের আর কিছুই থাকে না।

আমাদেরকে ইলমের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম একনিষ্ঠ ইচ্ছা শক্তি প্রবল আগ্রহ নিয়ে ইলমকে অর্জন করতে হবে। তবেই আল্লাহ তা'আলা আমাদের কলবে ইলমের নুরকে স্থান দিবেন। ইনশাআল্লাহ।

অক্ষত ও অনন্ত সুফল:

মানবজাতির উপর আল্লাহর প্রদত্ত অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে ইলম একটি অমূল্য নেয়ামত।যার মাধ্যমে মানুষ বোধশক্তি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ভালো কে ভালো মন্দকে মন্দ বুঝার ক্ষমতা রাখে।দুনিয়াবী সম্পদ টাকা-পয়সা, বাড়িঘর, অলংকার, আসবাবপত্র এক সময় ফুরিয়ে যায় চুরি হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইলম এমন এক সম্পদ যা অক্ষত, এর শেষ নেই বা ফুরায় না। ইলমের সর্বোত্তম ভান্ডার 'কুরআন মাজীদ' মানবজাতির জন্য গাইডলাইন।যা এখনো অক্ষত আছে। ইলম আমলের জন্য।আমাল দ্বারাই এর প্রকৃত স্বাদ বা তৃ্প্তী অনুভব করা যায়।

প্রকৃত আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের ইলম দ্বারা অন্যকে আলোকিত করে। প্রকৃত আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নিজে আমল করে ও

অন্যকে শিক্ষা দেয়। তারা দুনিয়াতেও সম্মানিত হয় আখেরাতেও সম্মানিত হয়। তাদের সুফল অনন্ত। যেমন আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে ইলম তালাশ এর উদ্দেশ্যে কোন পথ চলে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে পৌঁছার পথ সহজ করে দেন। (সহীহ মুসলিম:৪/২০৭৪)

আল্লাহতালা রাসূলকে ইলম বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে বলেছেন, কুরআনে বর্ণিত আছে,

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

(হে নবী) আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। (সূরা ত্বহা, আয়াত:১১৪)

বস্তুত ইলম অমূল্য সম্পদ। আর ইলম হলো দ্বীনি ইলম।যা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখে সহি শুদ্ধ আমল করলে দুনিয়া ও আখেরাতে অক্ষত অনন্ত সুফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক ইলম অর্জন করে আমল করার তৌফিক দান করুন এবং তাঁর নির্বাচিত প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

গবেষণার উৎস:

এখানে সাধারণ পেক্ষাপটের বিষয়গুলো নিজের চিন্তা ভাবনা ও উপলব্ধির যোগসূত্রের সমন্বয় করেছি মাত্র।তবে এর মৌলিক প্রেক্ষাপট গুলো আল্লাহ তায়ালার বাণী ওর রাসুল ইসলামের হাদিসের সমন্বয়ে উপস্থাপন করেছি। তথ্য ও ধারণা গুলোর উৎসকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়-

ক)প্রাথমিক উৎস : এতে সমন্বিত হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালার বাণী সমূহ: পবিত্র গ্রন্থ 'আল কুআরান' থেকে উদ্ধৃত। হাদিসগুলো কয়েকটি হাদিস গ্রন্থ থেকে সংগ্রহিত।

খ)বিশেষ উৎস:এখানে কিছু উপদেশ,নসিহা, কর্ম সাহাবী,সালফে সালেহ, দ্বীনদার মনীষীদের সংযোজন কিতাব থেকে সংকলিত।

গ)সাধারণ উৎসব:কিছু লেখকের বইয়ের সংকলন থেকে ধারণা, উপলব্ধি, নিজের উপস্থাপনার মাধ্যমে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। তাছাড়া অনলাইন দ্বীনি ওয়েবসাইট সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, থেকে কিছু ধারনা নিজের মতো করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

উপসংহার :

ইলমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য। ইলম অর্জনের ফজিলত ও গুরুত্ব অনেক। যারা আল্লাহ তা'য়ালা প্রিয় ও সম্মানিত বান্দা তাদেরকেই ইলমের মতো মহামূল্যবান নেয়ামত দান করেছেন।হাদিসে তালেবে ইলমের বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। ইলম আমলের জন্য আর এই আমল দাঁড়াই ব্যক্তির প্রকৃত দ্বীনদারিতা পরিমাপ করা যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক ইলম অর্জন করে আমল করার তৌফিক দান করুন। আসুন আমরা নিজে ইলম শিখি,অন্যকে শিক্ষা দান করি, দ্বীনি কথার প্রচার ও প্রসারকে জীবনের লক্ষ্য বানায় এবং ইলমের আলো জগতের ছড়িয়ে দিয়ে ইসলামকে সমুন্নত করি।হাদিসে এসেছে,

مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ. وَفِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ...وَالْفَضَائِلُ تُرْوَى عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَالْحُجَّةُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ إِنَّمَا تُتَقَصَّى فِي الْأَحْكَامِ وَفِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ :جامع بيان العلم وفضله.

যে ব্যক্তি দ্বীন যিন্দা করার নিয়তে (অর্থাৎ অন্যের মাঝে দ্বীন ছড়ানো এবং অন্যকে আমল করানোর উদ্দেশ্যে) ইলম শিখবে, আর এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, জান্নাতে সে নবীগণের এত নিকটে থাকবে যে, তার ও নবীগণের মাঝে একটি মাত্র স্তরের পার্থক্য থাকবে। -জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/২০৭

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেককার লোকদের সাথে থাকার তৌফিক দান করুন নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা উত্তম জিনিসের রক্ষণা বেক্ষনকারী।

তথ্যসূত্রঃ

১.সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৪(২৬৯৯)
২.সুনানে তিরমিজি ২৬৪৭
৩.সহীহা মুসলিম ৩/১২৫৫(১৬৩১)
৪.সহীহা বুখারী ১/৩৮(৭১)
সহীহা মুসলিম ১০৩৭
৫.সহীহা বুখারী ৭৩,সহীহ মুসলিম ৮১৬
৬.ইবনে মাজহা ২২৭
৭.সুনানে আবু দাউদ ৩৬৬৪
মুসনাদে আহমাদ ৮৪৫৭
৮.ইবনে মাজহা ২২৭
৯.সহীহ বুখারী ৭৩
১০.ইবনে মাজহা ২৪২, সহীম ইবনে খুযাইম ২৪৯০
১১.বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান ৫৩৬৭
১২.তিরমিযি ২৩২৫
১৩.শারহু সহিহিল বুখারী ১/১৭৫
১৪.ফাতহুল বারি২/৪৬৬
১৫.সহীহ বুখারী ১০১
১৬.ফাতহুল বারি ১/৩৬৫
১৭.প্রাগুক্ত
১৮.সুনানে দারামি ৩৬২
১৯.আল-মুআফাকাত,
শাতেবী ১/১৪
২০.আবু দাউদ ৩৬৬৬
২১.সুনানে আবু দাউদ ৩৬৪১
২২.মুসনাদ আহমাদ ১৭১৮
২৩.ছহীহুত তারগীব ১২৫
২৪.সহীহ মুসলিম ১৯০৫